উন্মাদ

মূল্য ঃ
জরুরী সময়ে জরুরী এলান
জলদি ২০ টাকা ফেলান

২৩০

Study Abroad

Australia, UK, Malaysia, USA, Canada, Singapore...

TPNL

The Professional Network Limited
(Previously Known as Gesa Bangladesh)
Sheba House (Ground Floor), Plot # 34, Road # 46
Gulshan 2, Dhaka 1212. Tel: 9863242
Mobile: 01711 32 32 55, 01911 808 808
e-mail us at: info@tpbd.net

www.tpbd.net

উন্মাদ

এই সংখ্যার
রসালো ফুডিংস্

BanglaPdfBoi.com

মার্চ ২০০৮

প্রকাশনার ত্রিশ বছর
(পার হয়ে গেছে)

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২/ মার্চ ২০০৮

১৯৪/৪., ফকিরাপুল [redacted] (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০, ফোন ৮৩৩১২৫১

habibunmad@yahoo.com unmadmag@yahoo.com

http://www.homeviewbangladesh.com

উন্মাদ

সম্পাদক/ প্রকাশক

আহসান হাবীব

নির্বাহী উন্মাদক
রোমেন রায়হান

সহযোগী নির্বাহী উন্মাদক
হাসান খুরশীদ রুমী

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান, অনিক খান

সহকারী উন্মাদক
মেহেদী হক, ওয়াহিদ ইবনে রেজা

জনসংযোগ উন্মাদক
মারুফ রেহমান, মেহেদী হাসান খান

বিদেশ প্রতিনিধি
হোসেন তৌহিদ জুয়েল
তানভীর ইবনে কামাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

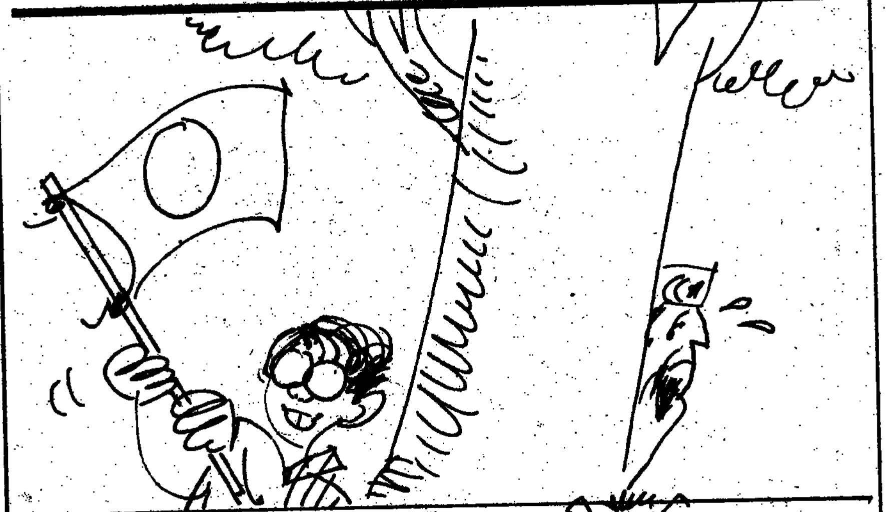

সকল প্রকার যোগাযোগঃ ০৩৭৯২০০৫০৬৬

প্রধান নির্বাহী ০ সাজ্জাদ কবীর

অঙ্কন বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার বিভাগ	ওল্ড ইজ গোল্ড
শাহরীয়ার শরীফ, তন্ময় ওবায়েদ, শিখা, মিতু, টিপু, তারিক সাইফুল্লাহ, তূর্য, তন্ময়, সাদাত রুদ্র	রনবীর আহমেদ বিপ্লব স্পন্দন চৌধুরী আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার মিজানুর রহমান কল্লোল	মোকাররম হোসেন বন্দনা কবীর শফিকুল ইসলাম সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ	জুননুনুর রহমান তানিম বিশ্বজিৎ বড়ুয়া	ইলিয়াস খান কাজী তাপস আজিজুল আবেদীন

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে, লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক / প্রকাশক ঃ ইস্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

চিঠিপত্র

(এই বিভাগের যাবতীয় মতামতের জন্য সম্পূর্ণ রুপে কম্পোজিটার দায়ি!)

আরে ঐ উন্মাদ,

তুই এইগুলা কি শুরু করছস ? মেলায় তোর স্টলে গিয়া নতুন কোন বাই-প্রোডাক্ট পাইলাম না (কথাটা অবশ্য পুরাপুরি সত্যি না, উন্মাদের ১ নাম্বার সংখ্যা আর উন্মাদের ডাইজেস্ট পাইছিলাম)। সেইদিন নতুন কোন স্টিকার পাইনি, পরে আরেকদিন গেলাম, গিয়ে দেখি নতুন কিছু স্টিকার আসছে ঠিকই কিন্তু যেটাই দিতে বলি সেটাই নাকি শেষ হয়ে গেছে, আরার নাকি পরে আসবে। তুই এইগুলা কি শুরু করছস ? আর এইবারে মেলায় তোর নতুন কোন টি-শার্ট আনিসনি ক্যান ? যাউক গা, এইবারের মত মাফ করে দিলাম; কিন্তু পরেরবার এরকম হলে কিন্তু তোর খবর আছে।

তোর বস্

শামীম হাসান, গুলশান, ঢাকা

০০

সম্পাদক , উন্মাদ

একটু আগেই তোমার ফেব্রুয়ারী মাসের সংখ্যাটা পড়ে শেষ করলাম। কিছু কিছু ফিচারতো এক কথায় অসাধারণ হয়েছে। যেমন- ফোর টুয়েন্টি ডাবল জিরো, গায়ে হলুদ পরিদর্শন, ছাত্রী হলে ভূত, ভাস্কো ডা সারেগামা, ট্রাফিক পুলিশ ভার্সেস ড্রাইভার। আর অন্যান্য ফিচারগুলো খুব একটা খারাপ হয়নি। কিন্তু উন্মাদ যে এবার এত দেরী করে বের হয়েছে এরকম যদি আর কখনো হয় তাহলে উন্মাদ অতি অতি অবশ্যই একজন নিয়মিত পাঠিকা হারাবে। তাই পরের বার থেকে উন্মাদ তাড়াতাড়ি করে বের করার চেষ্টা করবে। ভালো থাকবে। জয় গুরু।

শামীমা , ধানমন্ডি, ঢাকা ।

০০

উন্মাদ ভাইয়া

তোমার হয়েছেটা কি ? তোমাকে এত আদর করে প্রতি মাসে বিশ টাকা দিয়ে কিনে আনি, তারপরেও কি তোমার মন ভরে না নাকি ? প্রতি মাসে বের হতে এত দেরি কর কেন ? আর এবার তো বের হয়েছে একেবারে চৌদ্দ তারিখে! যাই হোক, এর পরের বার থেকে যদি আর কখনো বের হতে এরকম দেরি কর তাহলে কিন্তু আমি গিয়ে একেবারে তোমার অফিসে হামলা করব। তখন বুঝবে হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি চাউল।

মিনা, কাজীপাড়া, ঢাকা।

০০

অপ্রিয় উন্মাদক,

আপনি পেয়েছেনটা কি ? এতগুলো ছড়া, কার্টুন পাঠালাম আপনাদের ঠিকানায়। আর আপনারা কিনা এই মহামূল্যবান লেখা আর আঁকাগুলো ছাপানোর কোন নামই নিচ্ছেন না ? আপনাদের আর মাত্র এক মাসের আল্টিমেটাম দিলাম, এর মধ্যে যদি আমার সব লেখা আর আঁকা উন্মাদের পাতায় না দেখি তাহলে কিন্তু আপনার অফিসে এক হালি বার্ড ফ্লু আক্রান্ত মুরগী আর সের খানেক ডেঙ্গু মশা পাঠিয়ে দিব। তখন মজা বুঝবেন। আজকের পত্রাঘাত এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন।

মাসুদ রহমান, হাতিরপুল, ঢাকা

০০

ঐ উন্মাদ

এইসব কি তাফালিং শুরু করছস ? এই ফেব্রুয়ারীতে ভ্যালেন্টাইন'স ডে গেল কিন্তু উন্মাদে এটা নিয়ে কোন ফিচার করা হয়নি। তোরা কি ফাইজলামি শুরু করছস নাকি ? যাই হোক, নেক্সট টাইমে-ও যদি ভ্যালেন্টাইন'স-এর উপরে কোন ফিচার না পাই তাহলে কিন্তু তোর একেবারে খবর করে ছাড়ব। এখনো সময় আছে, ভালোয় ভালোয় ভালো হয়ে যা, ভালো হইতে কিন্তু একদম পয়সা লাগেনা।
ও হ্যাঁ আরেকটা জরুরী কথা উন্মাদ সময়মত বাইর করবি কিন্তু নইলে ...

ইকবাল আহমেদ, সিরাজগঞ্জ

লোডশেডিং

মুরাদ হোসেন

কখন যাইবো কখন আইবো
ঠিক নাই আসা যাওয়া
সারাদিনের মইধ্যে খালি
একটু কারেন্ট পাওয়া।
সকাল দুপুর বিকাল রাত
কোন টাইম তো নাই
এক ঘন্টা পরপর
একবার কারেন্ট যাওয়া চাই ।
সন্ধ্যা হইলে সূর্য ডুবে
চারিদিক অন্ধকার
তার লগে হয় যে শুরু
কারেন্টের অত্যাচার ।
হারিকেন আর মোমবাতি
খুঁজতে থাকি সন্ধ্যায়
কেউ জ্বালায় চার্জলাইট
কেউ বা কুপি ধরায় ।
সন্ধ্যা হইলে মানুষের ঘরে
কুপি হারিকেন জ্বলে
বড় লোকেরা লাইট দিয়া
সন্ধ্যায় টেনিস খেলে ।
কারেন্টের এই অত্যাচার
চলে দিনের পর দিন
হাসিনা যায় খালেদা যায়
আসেন ফখরুদ্দীন ।
কোন আমলেই হয়না শেষ
এই অত্যাচারের
সবাই খালি দোষ দিয়া যায়
আগের সরকারের ।
শীতটা কাটে যেমন তেমন
গরমে হয় খবর
কারেন্টের যন্ত্রণাতে
ঘাম দিয়ে ছাড়ে জ্বর ।
কুকুরের লেজ হয়না সোজা
যতই তেল মাখাও
কারেন্টও হইব না ঠিক
যতই দাবী জানাও ।
এই কবিতায় কারেন্ট নিয়া
আরও লেখার ছিল
কি কমু দুঃখের কথা কারেন্ট
চইলা গেলো।।

গ্যাগ্ টিস্ কার্টুন

কার্টুন ০ তন্ময়

'এখন আপনিই বিবেচনা করুন ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না অপকারী ... ??'

সিন্দাবাদের সমুদ্র অভিযান জঁ

(৮০.৫ % সল্ট + ১৯.৫ % সুগার)

গ্রন্থনা ০ অনিক খান, স্পন্দন, বন্দনা কবীর

অবশেষে সব বাদ দিয়ে উন্মাদের পাতায় সিন্দাবাদ! এ্যাডভেঞ্চার অব সিন্দাবাদ... তবে অতি অবশ্যই তা উন্মাদীয়...??

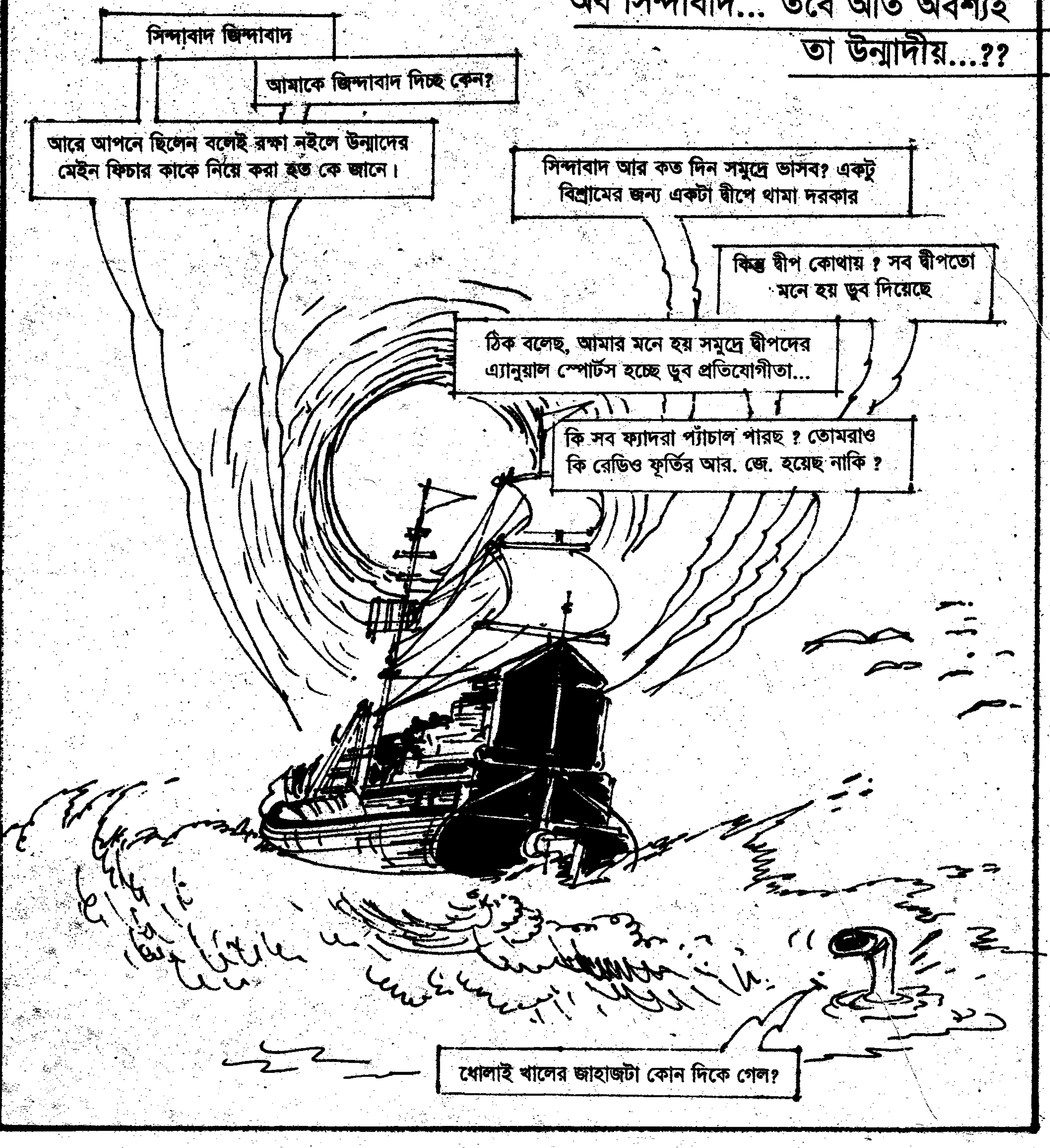

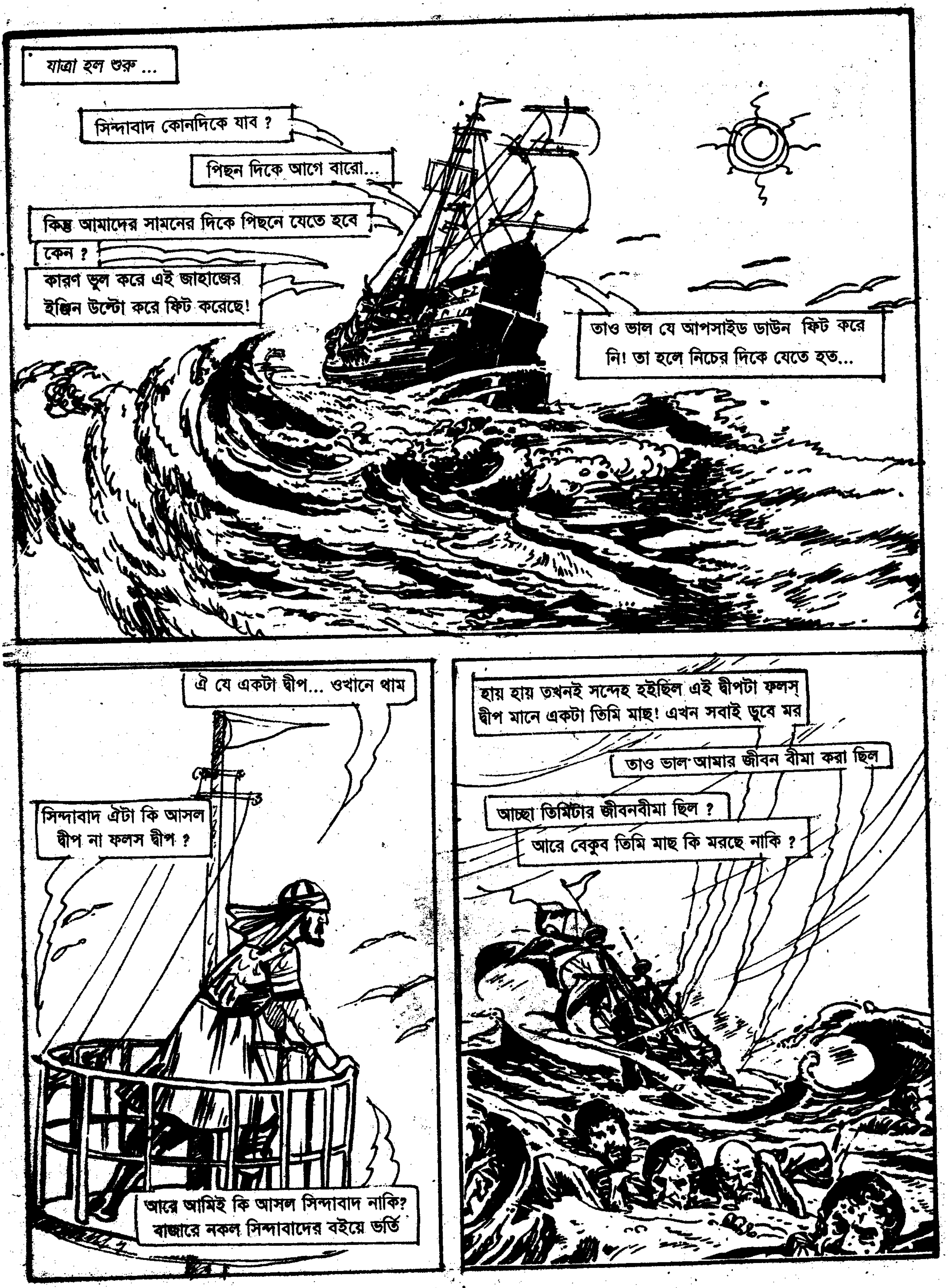

যাত্রা হল শুরু ...
সিন্দাবাদ কোনদিকে যাব ?
পিছন দিকে আগে বারো...
কিন্তু আমাদের সামনের দিকে পিছনে যেতে হবে
কেন ?
কারণ ভুল করে এই জাহাজের ইঞ্জিন উল্টো করে ফিট করেছে!
তাও ভাল যে আপসাইড ডাউন ফিট করে নি! তা হলে নিচের দিকে যেতে হত...
ঐ যে একটা দ্বীপ... ওখানে থাম
সিন্দাবাদ ঐটা কি আসল দ্বীপ না ফলস দ্বীপ ?
আরে আমিই কি আসল সিন্দাবাদ নাকি? বাজারে নকল সিন্দাবাদের বইয়ে ভর্তি
হায় হায় তখনই সন্দেহ হইছিল এই দ্বীপটা ফলস্ দ্বীপ মানে একটা তিমি মাছ! এখন সবাই ডুবে মর
তাও ভাল আমার জীবন বীমা করা ছিল
আচ্ছা তিমিটার জীবনবীমা ছিল ?
আরে বেকুব তিমি মাছ কি মরছে নাকি ?

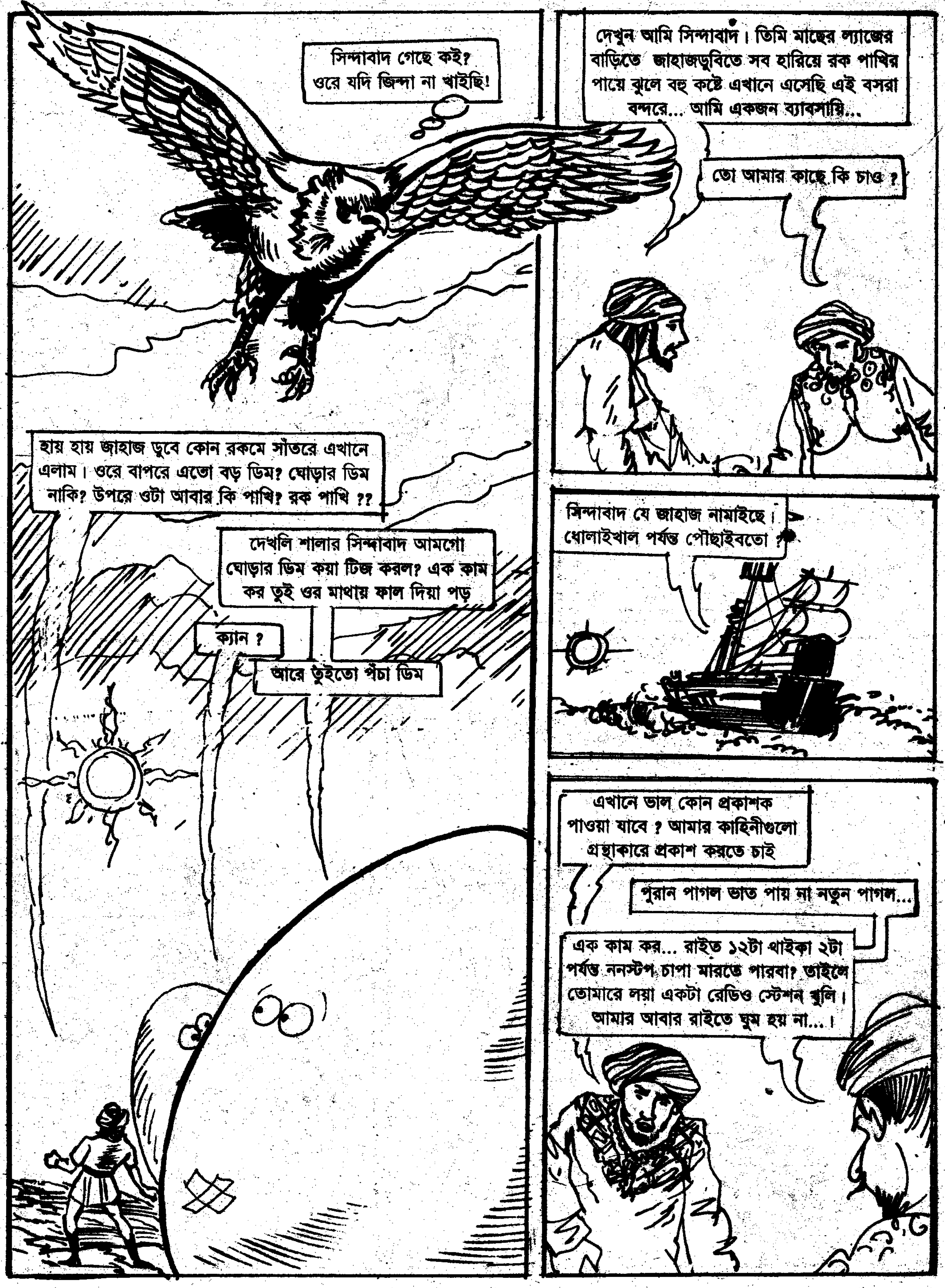

সিন্দাবাদ গেছে কই? ওরে যদি জিন্দা না খাইছি!
হায় হায় জাহাজ ডুবে কোন রকমে সাঁতরে এখানে এলাম। ওরে বাপরে এতো বড় ডিম? ঘোড়ার ডিম নাকি? উপরে ওটা আবার কি পাখি? রক পাখি ??
দেখলি শালার সিন্দাবাদ আমগো ঘোড়ার ডিম কয়া টিজ করল? এক কাম কর তুই ওর মাথায় ফাল দিয়া পড়
ক্যান ?
আরে তুইতো পঁচা ডিম
দেখুন আমি সিন্দাবাদ। তিমি মাছের ল্যাজের বাড়িতে জাহাজডুবিতে সব হারিয়ে রক পাখির পায়ে ঝুলে বহু কষ্টে এখানে এসেছি এই বসরা বন্দরে... আমি একজন ব্যাবসায়ি...
তো আমার কাছে কি চাও ?
সিন্দাবাদ যে জাহাজ নামাইছে। ধোলাইখাল পর্যন্ত পৌছাইবতো ?
এখানে ভাল কোন প্রকাশক পাওয়া যাবে ? আমার কাহিনীগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চাই
পুরান পাগল ভাত পায় না নতুন পাগল...
এক কাম কর... রাইত ১২টা থাইকা ২টা পর্যন্ত ননস্টপ চাপা মারতে পারবা? তাইলে তোমারে লয়া একটা রেডিও স্টেশন খুলি। আমার আবার রাইতে ঘুম হয় না...।

অতঃপর ভুতের কবলে সিন্দাবাদ...
আগে বাড়ো...
কাম সারছে আমার চতুর্থ সমুদ্র ভ্রমনে আইসা কোন মাইনক্যা চিপায় পড়লাম! ওস্তাদ হাটু দুইটা একটু আলগা করেন। কানে এয়ার ফোন দিয়া অখা/শাশের প্রোগ্রাম শুনতাছিতো...
আরে রাখ তোমার প্রোগ্রাম। ভাল প্রোগামার থাকলে কও অন লাইনে হরর ডট কমে কিছু কাম করামু
তাইলে বস কাধ থাইকা নামেন মাইনষের কাধে বন্ধুক রাইখা বহু কামান দাগাইছি মাগার আপনের দুই রান কাধে নিয়া...উফ...
আরে সিন্দাবাদ আবার ভ্রমনে যাচ্ছ ? তাও আবার আধুনিক জাহাজে?
কি?
চিনি ক্যান ?
দান দান শেষ দান। প্রতিবারইতো ধরা খাই। এইবার সাথে আসল জিনিষ নিছি
চিনি মিঠা চিনি...
আরে বেয়াকুফ লোনা পানির সমুদ্রে বড় ভেজাল,তাই টন টন চিনি লয়া লইছি। পানি মিঠা কইরা জাহাজ চালামু...
আবার কি হইল কই যান ?
এ্যাঁ ইয়ে আমার ডায়াবেটিসের ইনসুলিন রাইখা আসছি লয়া লই
আমি চিনি চিনি
কিন্তু এই ফিচারতো পুরা টক

কেন উন্মাদ পড়বেন ? কারণ ...

- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা দেশীয় নিউজ প্রিন্টে ছাপা হয়(সেই নিউজ প্রিন্ট হাতে লাগলে চুলকানী, এক্সিমা, দাউদ হলেও...)
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যাতে দেশীয় কার্টুনিস্টরাই আঁকে ('বিদেশী কার্টুন' পাতাটা ছাড়া)
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা পড়ে যারা হাসতে চায় তারা কাঁদে! আর যারা কাঁদতে চায় তারা হাসে।
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা মাত্র বিশ টাকায় পাওয়া যায়। হকারকে ছেড়া ফাটা ময়লা স্কচটেপ মারা বিশ টাকার নোট দিলেও নো প্রবলেম। হকার নিবেই (কারণ সে চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব ঐ পত্রিকাটিকে স্টল থেকে দূর করা যায়।)
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা মাসের যেকোন সময় বের হতে পারে!
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যাতে বানান ভূল নিয়ে কোন টেনশন নেই। (কারণ এটা দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা।)
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যে যার ছাপা মাঝে মাঝে এতই খারাপ ছাপা হয় যে সাদা নিউজ প্রিন্টের খাতা হিসেবে স্কুল কলেজে ব্যাবহার করতে পারবেন । (নো প্রবলেম...স্যাররাও কিছু বলবে না । কারণ ঐ স্যাররাও কিন্তু একসময় ঐ পত্রিকা কিনতেন)
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা দিয়ে এক ঢিলে তিন পাখি মারা যায়, উন্মাদ পড়ে কাঁদা, শীতে আগুন তাপানো, বারো মাস টয়লেট পেপার...
- কারন... উন্মাদই এক মাত্র পত্রিকা যা পড়ার কোন টাইম টেবিল নাই। যেকোন সময় যেকোন জায়গায় পড়া এবং ফেলে দেয়া যায় ...

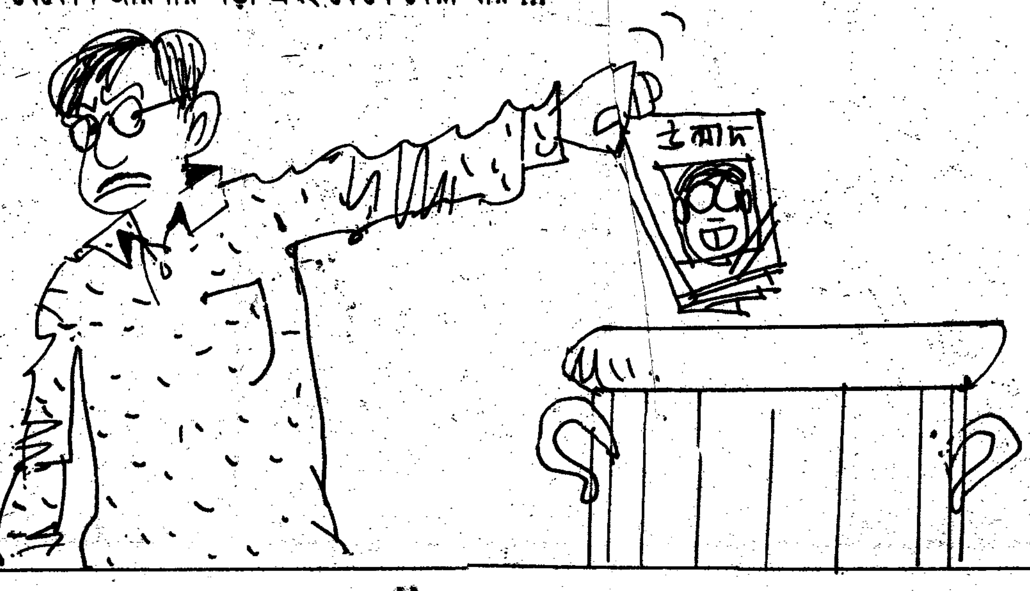

উন্মাদ দৃষ্টিতে
নানান রং
কার্টুন ০ জারিফ
এত তাড়াহুড়ো করে ছুটছেন! ট্রেন ধরবেন নাকি??
ধরব মানে ?? আমিইতো ট্রেনের ডাইভার
বুঝলি আমার বাবা বলেন এই ঢাকা শহরে কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন না হাটি।
উনি ঠিকই বলেছেন
কিন্তু দেখ আকাশে কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। ওদিকে না তাকিয়ে হাটা যায় ?
Zarif
SUPERUNMAD @yahoo.com 07

ওপস্ ... ও গেল কই?
দোস বিরাট বিপদে পড়ছি। ৫০০ টাকা ধার দে । হারাম কাইলকাই দিয়া দিমু। না দিলে আমার নামে কুত্তা পুষিস।
না দোস কাইলকার মধ্যে কুত্তা জোগাড় করা সম্ভব না।
বুল শিট! তুই প্রকাশ্যে সিগারেট খাচ্ছিস? জানিস না ধূমপান বিরোধী আইন হয়েছে। প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ৫০ টাকা জরিমানা ?
হায় হায় তাই নাকি ? আমি জানতাম না! এখন কি করি এত দামী একটা সিগারেট ধরালাম ... এখন কি করি?
দে আমি টানি!

কতিপয় ভূত!
সিন্দাবাদের সেই কাঁধের ভুত
(পৃষ্ঠা নং ৯ দ্রষ্টব্য)
সুখি লোকদের যখন তখন কিল মারা ভুত
ছাপাখানার ভুত
(উন্মাদ দ্রষ্টব্য)

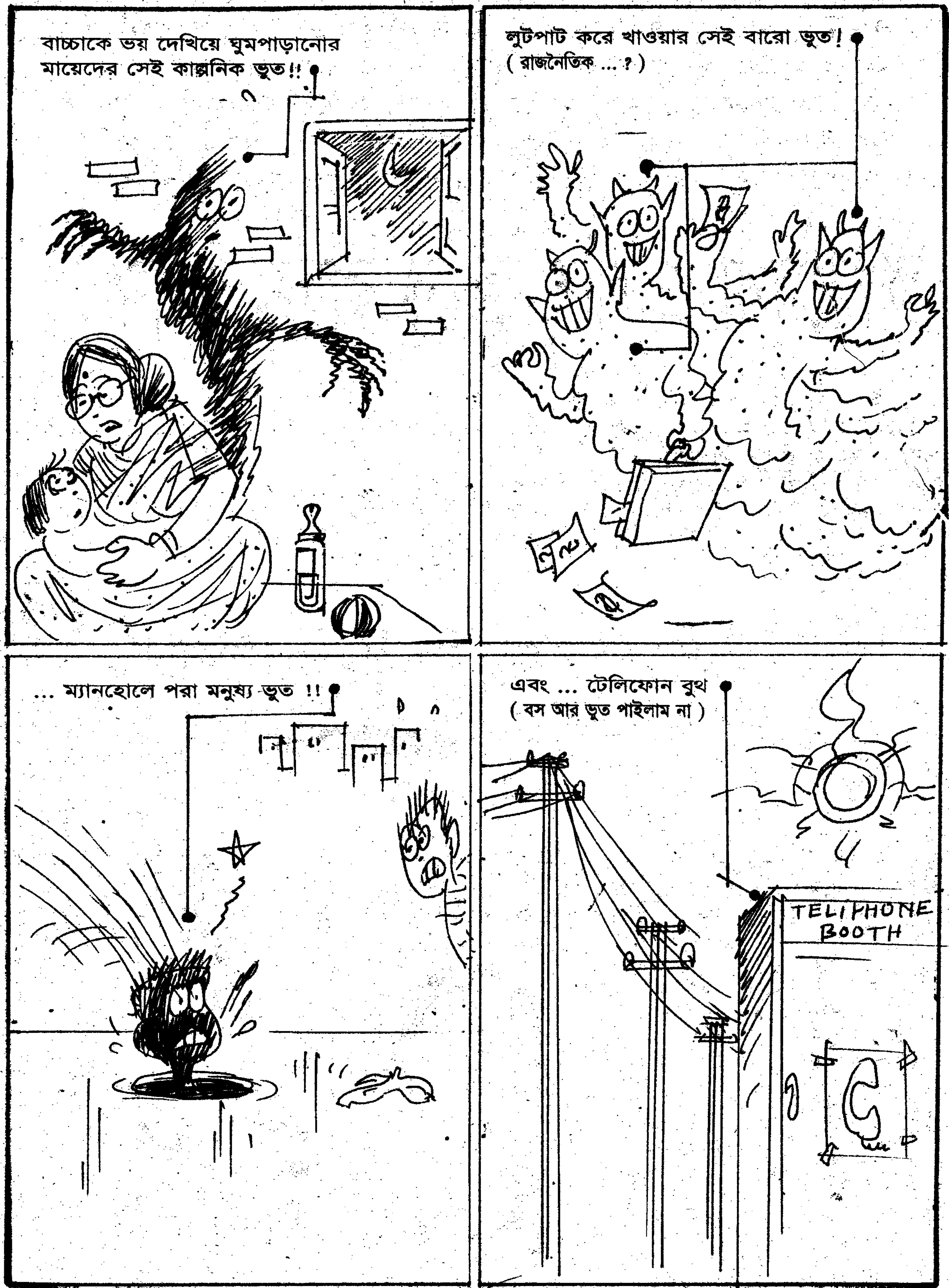

বাচ্চাকে ভয় দেখিয়ে ঘুমপাড়ানোর
মায়েদের সেই কাল্পনিক ভুত!!
লুটপাট করে খাওয়ার সেই বারো ভুত!
(রাজনৈতিক ... ?)
... ম্যানহোলে পরা মনুষ্য ভুত !!
এবং ... টেলিফোন বুথ
(বস আর ভুত পাইলাম না)
TELIPHONE BOOTH

সপ্তাহে চার দিন ইদানিং রেডিও ফূর্তিতে রাত বারটা থেকে দুটা পর্যন্ত উন্মাদের কতিপয় দুস্কৃতিকারী (!) যারা যথাক্রমে অখা, সখা ও শাশ্ নামে তান্ডব চালিয়ে চলেছে। তাদের এই তা· ·না শুনে কি করে আপনি বাচবেন তার কিছু পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হল...

অখা,সখা ও শাশ্ থেকে বাঁচার উপায়!

প্রচারেঃ নিখিল বাংলাদেশ রেডিও প্রতিরোধ কমিটি

ওয়াটার ফলিং পদ্ধতি

বাসার সব রেডিও জরুরী ভিত্তিতে পানিতে ফেলুন...
(কমোডে ফেলেও ফ্লাশ করতে পারেন)

এয়ার ড্রাম ক্রাশ পদ্ধতি

রাত বারটার আগেই উচ্চ স্বরে গান শুনে কানের পর্দা ফাটান...

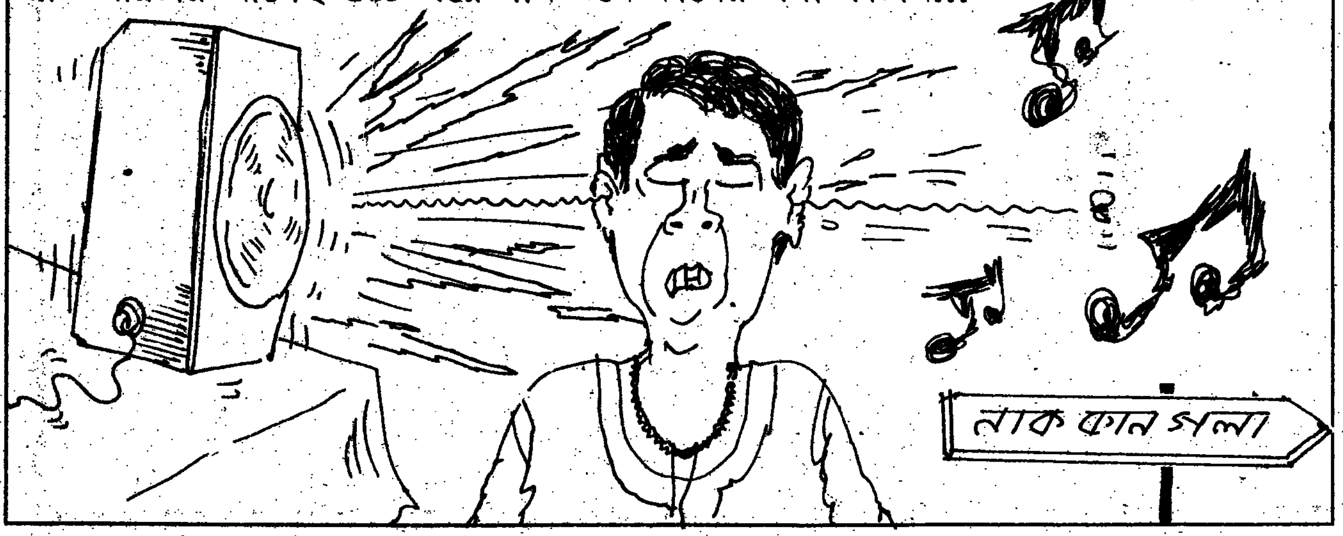

স্লিপিং পদ্ধতি

ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে রাত ১২টার আগেই চট জলদি ঘুমিয়ে পড়ুন ...

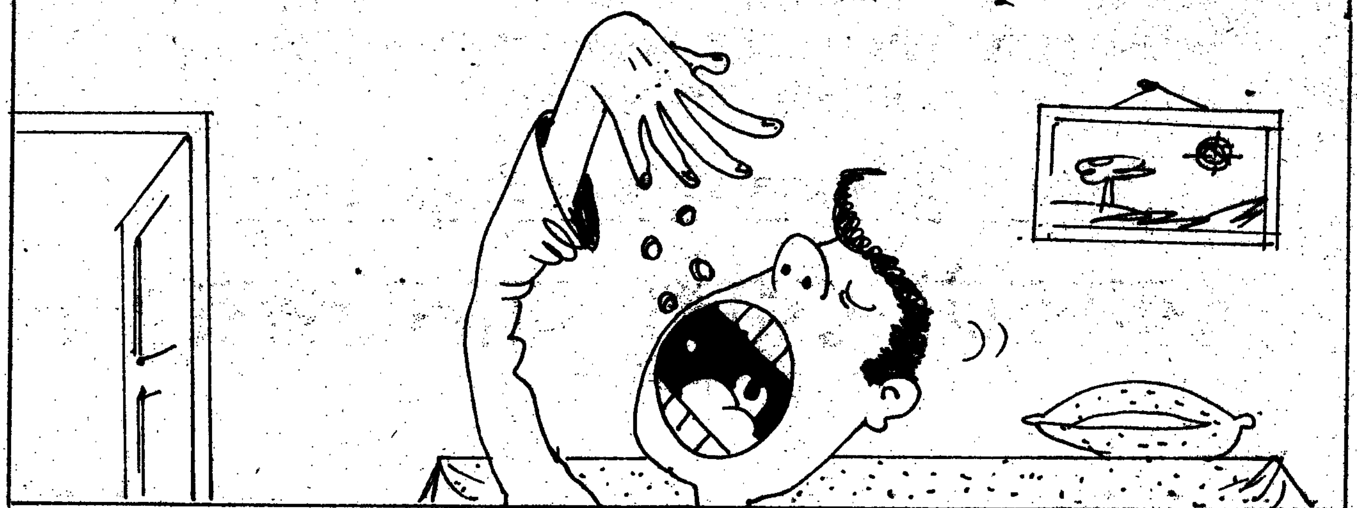

ডেট ইরেজ পদ্ধতি

বাসার সকল ক্যালেন্ডার থেকে রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার মুছে ফেলুন...

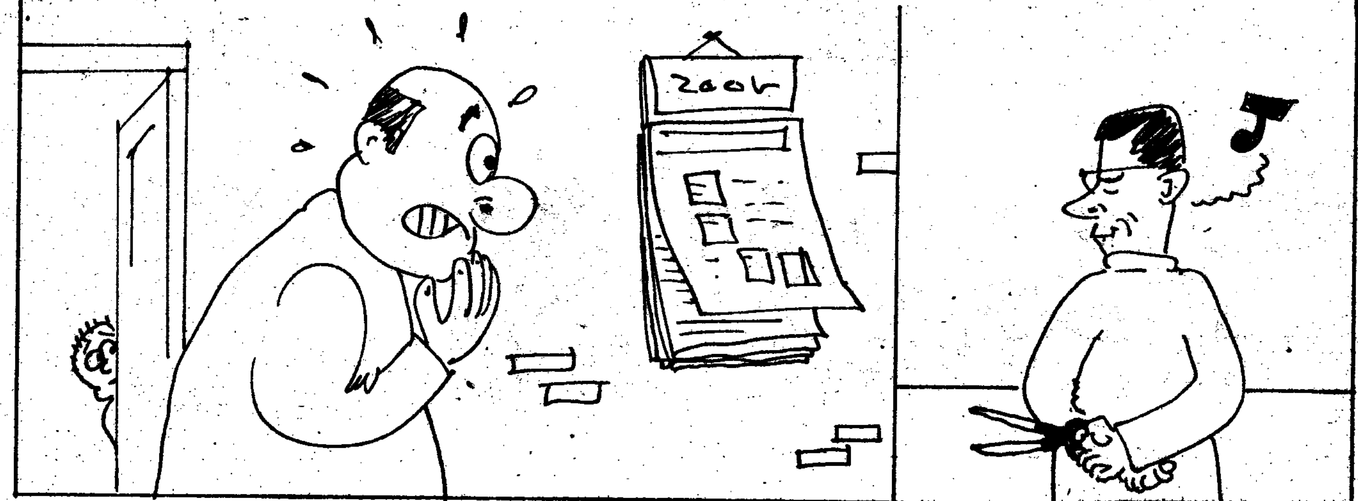

ধোলাই পদ্ধতি

অখা , সখা ও শাশ্ কে রাত ১১টা উনষাট মিনিটে ধোলাই দেয়ার ব্যবস্থা করুন ...
(প্রয়োজনে আমরাও সার্বিক সহায়তা প্রদান করব ... আমিন ।)

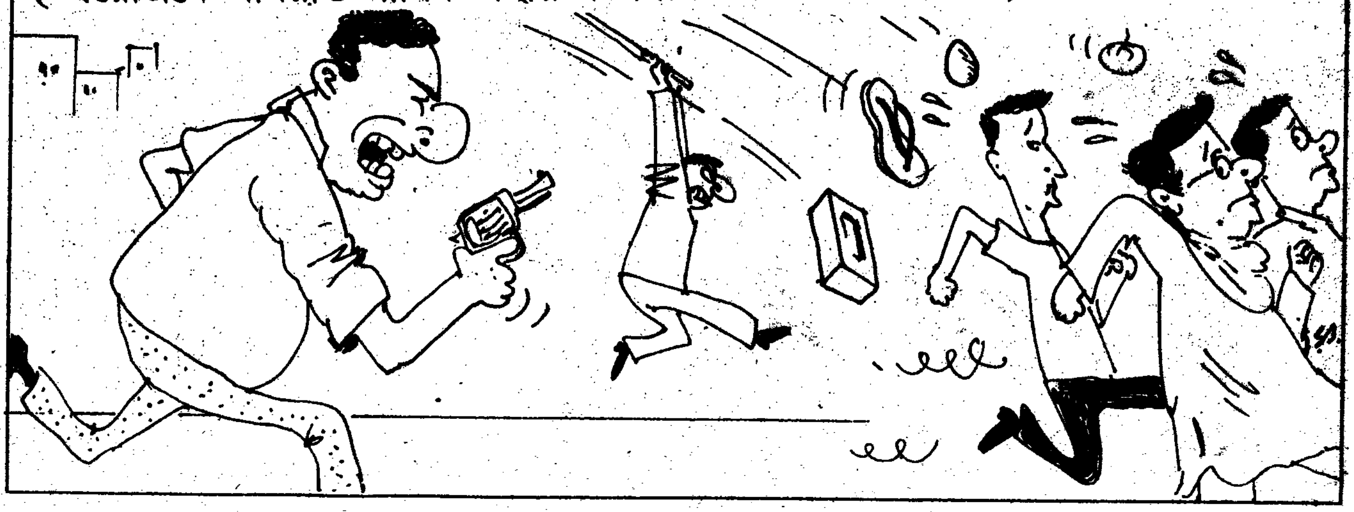

জাতির বিবেকের কাছে কিছু প্রশ্ন করার সময় এখন উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়! কিন্তু কি সেই প্রশ্ন ? এমনি কিছু প্রাইভেট প্রশ্ন নিয়ে এবার উপস্থিত হয়েছি আমরা। প্রশ্নের উত্তরে আপনিই খুঁজে বের করুন কোনটা বেশি আনন্দের...

জাতির বিবেকের কাছে প্রাইভেট প্রশ্ন...

কোনটা বেশি আনন্দের?

(টিক চিহ্ন দিতে পারেন!)

অর্পন দাশ গুপ্ত

প্রেমে ছ্যাকা খেয়ে হৃদয়ের জ্বালায় বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করা ?
নাকি
ছ্যাকা খেয়ে বিয়ে করে সারা জীবন জ্বলা...?
ভূয়া ডাক্তার হয়ে ভুয়া ক্লিনিক এর মালিক হয়ে রোগী মারা ?
নাকি
গোরস্তানের পাশে 'আল বিদায় স্টোরের' মালিক হওয়া ... ?
'ভি আই পি' হয়ে জেলে যাওয়া ?
VIP CELL
নাকি
জেল থেকে বের হয়ে 'ভি আই পি' হওয়া...?
JAIL

ভি.জে. হতে না পেরে আর.জে. হওয়া ?
নাকি
আর. জে. হতে না পেরে ভি.জে. হওয়া ?
TV
নাকি আমার মত ভিজে বেড়াল হওয়া..
ব্যাংক থেকে যে নকল টাকাটা আপনাকে গছিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেটা অবশেষে বাজারের কোন মাছওলাকে গছিয়ে মাছ কিনতে পারা ... ?
নাকি
নাকি আসল টাকা দিয়ে পঁচা মাছ কিনে বাড়ি ফেরা... ?
উন্মাদ কিনে পড়ে কাঁদা ?
উন্মাদ
নাকি
বন্ধুর বাসা থেকে উন্মাদ মেরে পড়ে হাসা ?
উন্মাদ

মগজ ধোলাই

সাজ্জাদ কবীর

প্রতিবার মেলার শুরুতে যেমন তোড়জোড় দেখা যায় এভাব কিন্তু প্রায় শেষ দিন পর্যন্তই থাকে। তবে পাত্র-পাত্রী আর প্রেক্ষিত কিঞ্চিত পাল্টে যায়। পালাক্রমে নতুন পাত্র-পাত্রী মঞ্চে আসে নিজের নিজের পাঠ বলে যায়, তারপর অঙ্কের যবনিকা।

বাংলা একাডেমী প্রথমে প্রকাশকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে তাদের আবেদন নিয়ম মাফিক গ্রহণ করে। তারপর চলে নানা পর্যায়ের যাচাই-বাছাই। এবারের বাছাই পর্ব তখন হয়ে গেছে, যে কোন দিন তালিকা দেওয়া হবে কারা মনোনিত হলো, আর কারা না। এ বছরে নাকি খুব কড়াকড়ি, কোন রকম এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় নেই। লোকজন আতঙ্কিত, লোকজন বলতে প্রকাশকরা। তবে সব প্রকাশক না, যাদের আবার কোমরে (বা অন্য কোথাও হলে তা আমার জানা নেই।) জোর আছে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। বিশেষ করে যাদের "ট্রিপল স্টল" তারা খুব বেশি চিন্তিত না। "ডবল স্টল" ওয়ালারা চিন্তায় আছে "সিঙ্গেল" হয় কি না, আর "সিঙ্গেল স্টল" যাদের তারা চিন্তায় চুল পাকাচ্ছে কি জানি চুলের মত সরু পুলসেরাত পার হতে পারে, কি না। আমি রিক্সায় করে তখন সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কয়েকটা চেনা মুখ দেখে নামলাম। পুষ্টি ভবন আর বাংলা একাডেমির মাঝখানের জায়গায় গজিয়ে উঠেছে মৌসুমি চায়ের দোকান। সেসব দোকানের মালিকদের হাসি এ কান থেকে ও কান। যত সবার টেনশন বাড়ে তত দোকানির হাসি বিস্তৃত হয়। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে দোকান গুলোর ব্যবসা জমিয়ে দিয়ে সবাই সেখানে হরদম চা খাচ্ছে আর সিগারেটের পিছনে দম দিচ্ছে। সে অঞ্চলে গেলে দূর থেকে দেখা যায় ধোঁয়া বের হচ্ছে একেবারে রেলের ইঞ্জিনের মত। যদিও ধোঁয়া বের হওয়া কয়লার ইঞ্জিন ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে। ধুঁকতে ধুঁকতে সেগুলোর স্থায়ি ঠিকানা হয়েছে মেরামতের জায়াগায়। তবে তার বদলে যে ডিজেল ইঞ্জিন চলে তারও ঘন্টা যে কবে বেজে যাবে তা কে বলতে পারে। এতে তবুতো একটু হলেও ধোঁয়া বের হয়, ইলেকট্রিক ইঞ্জিন এলে তো কোন ধোঁয়ার মামলা নেই। তো এই সব বিলুপ্ত প্রায় বিষয়ের সাথে মনে পড়ছে আমাদের বই মেলারও অনেক কিছু বিলুপ্ত হয়েছে।

একটা সময় ছিলো যখন স্টল বরাদ্দের পর থেকেই শুরু হতো উৎসব। স্টল বানানো হবে, ডাকো মিস্ত্রি, কাঠ কিনতে দৌড়াও, কোথায় পাওয়া যাবে কাপড়। সব আনার পর দেখা গেলো পেরেক কেনা হয়নি। আবার ছোটো বাজারে, কিন্তু এসেই মনে পড়ে আরে টেবিল বানাতে যে হার্ডবোর্ড লাগে তাতো কেনা হয়নি। অতএব আবার দৌড়াও বাজারে। কিন্তু এই ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়িকে কারোই কোন ক্লান্তি ছিলো না। মহা ফুর্তিতে ছুটছে সবাই। দুপুর হলে গেটের বাইরে চায়ের দোকানে কলা আর বন রুটি দিয়ে দিব্যি সারা হতো

লাঞ্চ। এখন অবশ্য অনেক কায়দার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। সেই সময়কার খাওয়া-দাওয়ার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের স্টল পড়েছে বটতলায়। ঠিক পাশের স্টল যে প্রকাশনীর তিনি আমাদের পরিচিত। আমাদের মত তাঁদেরও দুপুরে ঐ কলা-রুটি চলে। মালিক কর্মচারী নির্বিশেষে একই পথ্য। এর মধ্যে একদিন সেই প্রকাশকের এক দামী লেখক এসে হাজির। দামী মানে লেখায় না অন্য দিকে। প্রকাশকের কাছে পরে শুনেছিলাম অনুরোধে ঢেঁকি গেলা। এমন এক হর্তাকর্তা লোকের রেফারেন্স যে, বই না ছাপিয়ে উপায় নেই। লেখক এসেছেন প্রুফ দিতে। বাংলাবাজারে তো কেউ নেই তাই এখানেই আসতে হয়েছে। প্রথমে অবশ্য একটু আপত্তি করেছিলেন লেখক মাঠে-ঘাটে গিয়ে দেয়াটা কেমন হয়। কিন্তু যখন বুঝলেন প্রকাশক মেলা মাঠেই ব্যস্ত তখন না এসে উপায় পেলেন না। তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আর সবার জন্য এসে গেছে সেই মার্কা মারা রুটি আর কলা। লেখকেও খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন প্রকাশক যথারীতি, 'রুটি কলা খান।'

কিন্তু লেখক নাক কুঁচকিয়ে জানালো, 'না না এসব আমার চলবে না।'

প্রকাশক ভদ্রতা করে বললেন, 'তাহলে অন্য কিছু আনিয়ে দেই।'

'কি পাওয়া যায় এখানে?'

'ঠিক এখানে কিছু পাওয়া যাবে না, শাহবাগ থেকে এনে দিতে হবে।'

'তাহলে দেখেন একটা চিকেন স্যান্ডুইচ যদি আনানো যায়।'

এক কর্মচারীকে পাঠালেন তিনি শাহবাগে। সে তমাসাচ্ছন্ন মুখে রওনা দিলো। বাকিরা খেতে বসে গেলো, খেয়েদেয়ে আবার কাজে লাগতে হবে। প্রকাশক ভদ্রলোক না খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর এসে গেলো স্যান্ডুইচ। লেখক সেটার মোড়ক খুলে সামনের হার্ডবোর্ডটার উপর রেখে বেশ করে রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন। এমন সময় বট গাছের কোন এক হতভাগা কাক তার জ্যামিতিক ক্যালকুলেশন নির্ভুল প্রমাণ দিয়ে সোজা স্যান্ডুইচটার উপরে তাক করে দিলো। সবাই হা হা কর উঠলো, প্রকাশক বললেন আবার আনিয়ে দেই। কিন্তু লেখকের তখন ন্যাস্টি জায়গাটার উপরে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। নাকটাকে আরও কুঞ্চিত করে দ্রুত যেতে যেতে বলে গেলেন, 'আর কোন প্রয়োজন পড়লে টেলিফোনে জেনে নেবেন।'

লেখক একাডেমির গেটটা পার হতে না হতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। আমরাও তাতে যোগদান করলাম।

এখন আর সেই সব প্রাণখোলা হাসির ঘটনা গুলো হয় না। একেবারে যে হয় না তা বলবো না, বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু তো আছেই। এখন স্টল বরাদ্দ পাওয়ার পর আর তেমন কাজ থাকে না। কাঠ মিস্ত্রি হাজিরই থাকে, কাজ ধরার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকাশককে পটাতে ব্যস্ত। কারো সাথে কথাবার্তা ঠিকঠাক করে কাজটা বুঝিয়ে দিলেই হলো। তারপর ঝাড়া হাত-পা, মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিলেই হলো। কাঠ কেনা থেকে সমস্ত-কিছু তার উপর। তবে খবর নিতে গিয়ে দেখা গেলো কাঠ-মিস্ত্রি তখনও কাজই ধরেনি, 'সেকি তুমি তো দেখি আমাদের কোন কাজই করোনি। কাল যে আমাকে দেখালে এই যে ফ্রেম হয়ে গেছে। সেটা গেলো কোথায়?'

মিস্ত্রি আমতা আমতা করে জানায়, 'আর বইলেন না, কথাটা তো বিশ্বাস করবেন না। ঐ ফ্রেমতো আপনার স্টলে ঢুকাইতে গিয়া পড়লাম বিপদে। মাপে কেমনে জানি ভুল হয়া গেছিল, শ্যাষে সেইডারে অন্য এক জায়গায় ফিট করছি। আপনেরটা এই যে ধরছি, শ্যাষ হইলো বইলা।'

তবে সেটা আসলে কার ফ্রেম তা বলা মুশকিল। সেই কথায় বলে না "বামুনের বাড়ির খাওয়া, না আঁচালে বিশ্বাস নেই" সেরকমই আর কি। সেদিন আরেক ঘটনা এক প্রকাশক এসে দেখে তার ফ্রেম হয়েছে বটে তবে টেবিলের কোন খোঁজ নেই। এদিকে মেলার আর আছে এক দিন। মহা ক্ষেপে গিয়ে তিনি মিস্ত্রির প্রায় কলার চেপে ধরতে যান, নেহায়েত সে ব্যাটা একটা কলার ছাড়া টি সার্ট পরে আছে বলে বাঁচোয়া। মিস্ত্রি তাকে আশ্বস্ত করে এখনই টেবিলের কাজ সে ধরছে, 'আপনে দুপুরের পরে আইসা দেইখেন সব

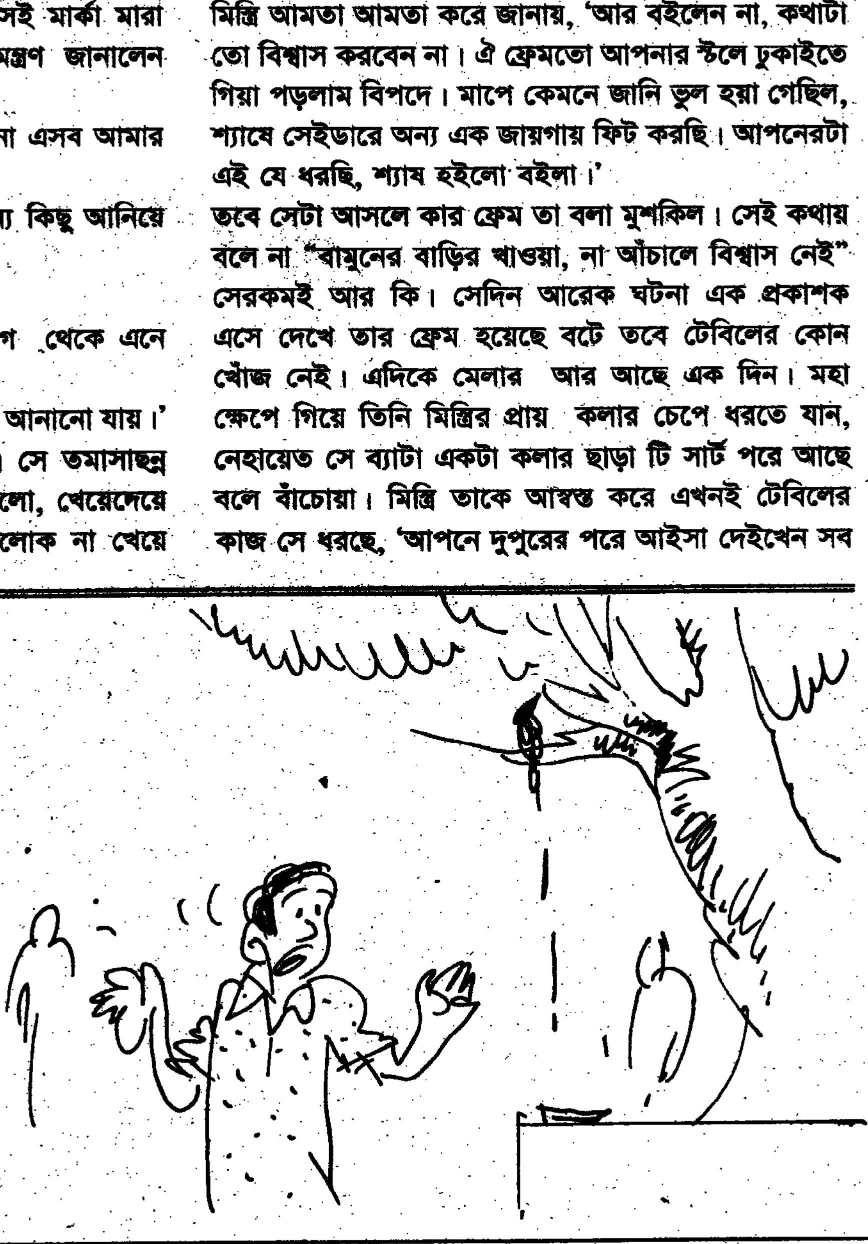

নীতি ভেঙ্গে ফেলার কথা, তাই বোধ হয় কাউকে তোয়াক্কা করে না। তবে সেটা যে সাহিত্য ছেড়ে অন্য দিকেও পা বাড়িয়েছে তা তাদের খেয়াল থাকে কি না জানিনা। যাই হোক অনেকে অবশ্য যথেষ্ট আড়াল নিয়ে তারপর ধূমপান করেন। তবে মেলায় সিগারেটের খুব অভাব, কারো পকেটে আস্ত প্যাকেট পেলে তার উপর বন্ধু-বান্ধব ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে ফেলেন। আবার কাউকে দেখা গেছে পকেটে একটা সিগারেট আছে বটে কিন্তু আগুন নেই। তৃষ্ণায় এদিকে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। এদিক তাকায়, সেদিক তাকায় স্বজাতীয় কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্য। দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখা গেলে ফায়ারবিগ্রেডের গাড়ির মত ঘন্টা বাজাতে বাজাতে ছুটতে ছুটতে থাকে, 'ও ভাই, ও ভাই একটু আগুনটা।'

হয়া গেছে।'

দুপুরের পর যথারীতি প্রকাশক এসে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার টেবিল কোথায়?'

মিস্ত্রি এক গাল হেসে বলে, 'এই যে আপনের সামনেই আছে।'

ভদ্রলোকের চোখ লাল হয়ে আসে ক্রমে, 'তুমি আমার সাথে ফাজলামী করো নাকি!'

'ক্যান সার কী করলাম?'

'আমার স্টল হলো সিঙ্গেল, আর তুমি আমাকে ডবল সাইজের টেবিল দেখাচ্ছ।'

প্রথমটায় মিস্ত্রি থতমত খায়, কিন্তু তৎক্ষণাত সামলে নিয়ে বলে, 'আরে বুঝলেন না, হাতে টাইম তো কম, এর লাইগা দুইটা সিঙ্গেল টেবিল এক সাথে বানাইলাম। শেষে মাঝখান দিয়া কাইটা নিলেই হইলো।'

প্রকাশক কী বলবেন বুঝতে না পেরে তখনকার মত অন্যদিকে চলে গেলেন। দূরে গাছ তলায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করতে থাকেন সময় মত স্টল বানানো হবে তো! অনেকের হাতেই সিগারেট, সেই যে বললাম তখন টেনশনে মাথা ঠান্ডা করতে সবাই ঠোঁটে আগুন জ্বালানোকেই উত্তম মনে করেন। সিগারেটের এই সর্বজনীনতা কিন্তু মেল শুরু হলে আর থাকে না। মেলা অঙ্গন ধূমপান মুক্ত, বার বার ঘোষণা দেয়া হয় মাইকে মেলায় সিগারেট না পান করার অনুরোধ করে। বেশির ভাগ মানুষ অবশ্য সেটা মেনে চলে। কতিপয় অতি নেশাগ্রস্থরা দেয়ালের কোনায় বা প্রশ্রাব করার জায়গায় গিয়ে সেরে আসে। আর বয়ড়া তলায় দেখা যায় বিশেষ একটা দল সবাইকে উপেক্ষা করে দিব্যি এর তার মুখের উপর ধোঁয়া সম্ভাষণ দিতে থাকে। তাদের তো সব নিয়ম

আগুন পাওয়া মেলায় দুষ্কর হলেও বাইরে তো তেমন না। কিন্তু একটা সময় ছিলো, মানে যখন মানুষ দিয়াশলাইয়ের কাঠি বেশ হিসাব করে জ্বালাতো তখন আগুন বেশ দুষ্প্রাপ্যই ছিলো। আমার বেশ মনে আছে আমরা তখন মাঝে মাঝে আমাদের এক বন্ধুর ভাইয়ের দোকানে বৈকালিন আড্ডা দিতাম। দোকান নামেই, আসলে আড্ডার জায়গা। রাতে অফিস থেকে ফিরে বন্ধুর বড় ভাই আড্ডা মারার জন্য ওটা বানিয়েছেন। ফাঁকে আমরা বিকেলে একটু আড্ডা মারি। সারাদিন যে ছেলেটা দোকান চালায় সেও খুশি, আমরা এলে সেও কিছুক্ষণের জন্য ঘুরেফিরে আসতে পারে। তো এখানে ছিলো একটা পান-সিগারেটের ডিপার্টমেন্ট। অনেকেই এক শলা সিগারেট কিনতে ছোট ছোট ছেলেদের পাঠাতো। তাদের নিশ্চয় আগুনের সমস্যা থাকতো, তাই সিগারেটটাকে ধরিয়ে দিতে বলতো। আর সিগারেটতো না টেনে ধরানো যায় না। আমরা এই অপেক্ষাতেই থাকতাম, সিগারেট ধরানোর ডাক এলেই কে ধরাবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কারণ ধরানোর সময় এক আধ টান ফাও দিয়ে দেয়া যায় দিব্যি। তবে তাতে সমস্যাও ছিলো, কেউ কেউ পাঠাতো বিড়ি কিনতে। বিড়ি ধরাতে দিলে কেউ আর সহসা রাজি হতো না। যাই হোক কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেলাম। আসলে সিগারেটের জন্য এই তৃষ্ণা আমি অনেক পরে এই মেলায় দেখেছি।

মেলার অনেক বিষয় নিয়েই কথা হলো, বই নিয়েই হলো না। সেই যে বলেছিলাম মেলার তোড়জোড় চলতেই থাকে। এবারের পক্ষ-বিপক্ষ হলো লেখক আর প্রকাশক।

এক লেখক গোমড়া মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরেক লেখক জিজ্ঞেস করেন, 'কি হলো ভাই মন খারাপ কেন?'
'কি আর বলি, প্রকাশক আমাকে একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।'
'কেন রয়্যালটির টাকা পান নাকি?'
'আরে বই ছাপাই হয়নি আর টাকা!'
'এখনো ছাপা হয়নি!'
'তাহলে আর বলছি কি, আজ মাসের পনের দিন চলে গেলো, অথচ তাকে আমি পান্ডুলিপি দিয়েছি তিন মাস আগে।'
হিসাবটা অবশ্য অত সহজ না, কিঞ্চিত জটিল। একটু পরে প্রকাশকের কাছে জানা গেলো লেখক পান্ডুলিপি আগে দিলে হবে কি প্রুফ দেখতে লাগিয়েছেন আড়াই মাস।
আবার অন্য দিকও আছে। এখানে প্রাকশকের তুলনায় লেখক শক্তিশালী, মানে বড় লেখক। মুখটাকে করল্লা খাওয়ার মত বিকৃত করে জানালেন, 'কভার ছেপে বসে আছি মাস খানেক এদিকে বইয়ের খবর নাই।'
'তাতে আর কি, মেলার তো সবে সাত দিন গেলো।'
'আরে ভাই সাত দিন কেন পনের দিন গেলেও তো সমস্যা ছিলো না, এই শেষ সময়ে এসে বলে বইয়ের নাম বদলানো দরকার।'

এ ছাড়াও পক্ষ আছে, বিক্রেতা আর ক্রেতা। কমিশন বাঁধা থাকা পরেও চলতে থাকে বিক্রেতার ওপর জুলুম আরও দাম কমান। আবার কেউ কেউ আছেন আরও এক কাঠি সরেস, দিব্যি মেলায় আসেন ঘোরেন ফেরেন তারপর হাত দোলাতে দোলাতে বাড়ি চলে যান। এক পরিবারকে একবার দেখি মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছেলে, সাত-আট আর বার-তের হবে বয়স। বার তের বছরের ছেলেটা কি নিয়ে যেন ঘ্যান ঘ্যান করছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনি বোরকার আড়াল থেকে তার মা বলছেন, 'কাল থেইকা ঘ্যানর ঘ্যানর করলি মেলায় আসার লাগি, নিয়া আসলাম। এখন আবার শুরু করছিস বই কিনার জন্য ঘ্যান ঘ্যান।'
তাই বটে, মেলায় এসেছে এই তো যথেষ্ট, বই কিনতে হবে কেন! হোক না সেটা বই মেলা।

মশকরা চলে এ সব নিয়ে এন্তার। পরিচিত এক লোক হঠাৎ বললো, 'একদিন দেখবেন এই মাঠে লোহার খনি পাওয়া যাবে।'
আমি তো ঘাবড়ে যাই, এ খবর তো জানতাম না। জিজ্ঞেস করি, 'এরকম ভূতাত্ত্বিক জরিপ আবার কবে হলো?'
'না জরিপ হয়নি, আন্দাজ করলাম।'
'মানে?'
'মানে প্রতি বছর মেলার সময় যে হারে পেরেক জমা হয় এই মাটিতে তাতে ভবিষ্যতে খনি না হয়ে যাবে কোথায়।'
পাশ থেকে আরেক পরিচিত লোক, (তিনি কিঞ্চিত বোদ্ধা) বললেন, 'যা সব আবর্জনা বের হয় মেলা উপলক্ষে তাতে কপালে এমন নিরেট বস্তুর খনি ছাড়া আরা কিছু আশা করা যায় না।'

তবে আমি আশায় দুলি। সেদিন মেলা শেষে বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ শুনি এক হকার চেঁচাচ্ছে, 'সাংসারিক, সাংসারিক।' কাছে গিয়ে দেখি সে তৈজসপত্র বেচছে। বই মেলার গুনেই বোধ হয় তার ভাষার এই উত্তরণ।

উন্মাদীয় সমস্যা ও তার সমাধান

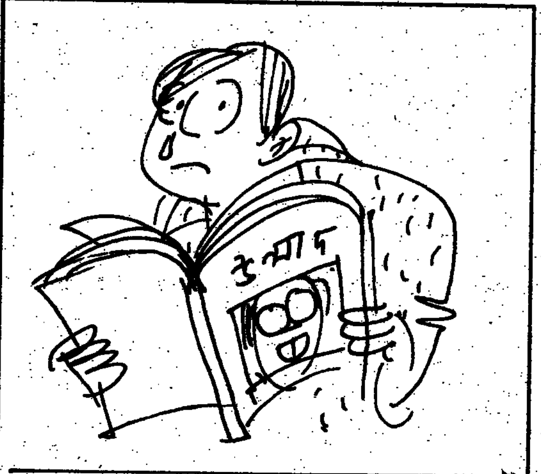

__নাদিম হাসান__
__কল্যাণপুর, ঢাকা__

__সমস্যাঃ__ আমার সমস্যাটা বেশ অদ্ভুত। আমি কেন যেন কখনোই উন্মাদ পড়ে হাসতে পারিনা। এইজন্য আমার বন্ধুরা আমাকে পরামর্শ দিল যে আমি যেন উন্মাদ পড়ার সময় একটা লাফিং গ্যাসের সিলিন্ডার পাশে নিয়ে তারপরে পড়তে বসি। আমি তাদের কথামতো কাজ করলাম, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখনো উন্মাদ পড়ে আমার হাসি উঠছে না। এখন কি করব ?

__সমাধানঃ__ আপনি খুব সম্ভবত লাফিং গ্যাসের সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে ভুল করে সি.এন.জি. গ্যাসের সিলিন্ডার কিনে ফেলেছেন। আগে গ্যাস সিলিন্ডার চেঞ্জ করে আনুন, তারপর দেখুন কি হয় ?

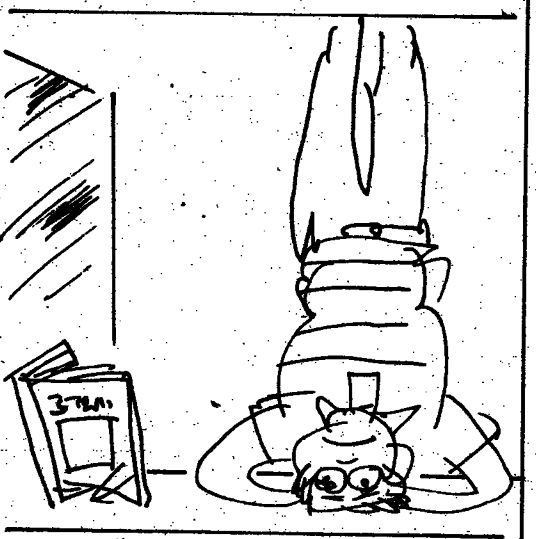

__আব্দুর রহমান__
__গুলশান-২, ঢাকা__

__সমস্যাঃ__ আমি অতি সম্প্রতি দুবাই থেকে বাংলাদেশে এসেছি। কিন্তু সদ্য দুবাই ফেরত হবার কারণে আমি সবকিছুই ডান থেকে বাম দিকে পড়ছি। যার কারণে উন্মাদ পড়ে আমার এক ফোঁটাও হাসি পাচ্ছে না। আপনিই বলুন এখন কি করব ?

__সমাধানঃ__ আপনার সমস্যার সমাধানটা বেশ একটু জটিল আর কি! আপনি প্রথমে আপসাইড ডাউন হয়ে অর্থাৎ শিরাসনে থেকে উন্মাদটা কোন আয়নার সামনে ধরে ডান থেকে বাম দিকে পড়ার চেষ্টা করে দেখুন কয়েকদিন। আশা করি আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

__মুন্নি__
__সেনপাড়া, ঢাকা।__

সমস্যাঃ সামনে আমার এস.এস.সি পরীক্ষা, কিন্তু কোনভাবেই উন্মাদ পড়া থামাতে পারছিনা। এমন অবস্থায় কি করা যায় ?

সমাধানঃ বাজার থেকে উন্মাদ না কিনে হকারকে বলে দিন কাল থেকে উন্মাদ দিতে। আর হকারকে উন্মাদ দিতে বললে তারা কখনোও উন্মাদ দেয় না। ব্যাস উন্মাদ পড়া বন্ধ। (আরেকটা জরুরী কথা ... __মনোযোগ দিয়ে পড়। উন্মাদ পড়েও পড়া যাবে__)

__শাম্মি ও মুনা__
__নজরুল এভিনিউ, কুমিল্লা।__

সমস্যাঃ আমাদের দুই বোনের একজন উন্মাদ পড়ে হাসে একজন কাঁদে। এখন কথা হচ্ছে উন্মাদ পড়ে আমরা দুজনই হাসতে চাই। কি করি বলুনতো ?

সমাধানঃ বলেন কি ? উন্মাদ পড়ে আপনাদের দুজনের একজন অন্তত হাসেন ? এতো আমাদের জন্য বিরাট এ্যাচিভমেন্ট। আমরাতো এখন পর্যন্ত কাউকে উন্মাদ পড়ে হাসতে শুনিনি। ... একটা কাজ করতে পারেন আপনারা অল্টারনেট একবার একজন হাসেন একজন কাঁদেন। আবার আরেকজন কাঁদেন একজন হাসেন ... হাসেন কাঁদেন ...কাঁদেন হাসেন...এভাবে চালিয়ে যান। আর আমরা দেখি আপনাদের নিয়ে কি করা যায়।

আমরা আসলে বুঝতে পারি না কার কখন অবসর নেয়া উচিৎ বা অবসর নেয়ার সময় হয়েছে। আসলে হয়তবা বুঝতেও চাই না। আর তাই এই ফিচার বিভিন্ন পেশার লোকদের নিয়ে ...কার কখন অবসর নেয়া উচিৎ...

কখন অবসর নিবেন ?

লেখক ০ হাসান মাহবুব

রাজনীতিবিদ

টানা ত্রিশ বছর রাজনীতি করেও এমপি হওয়াতো দূরে একটা এমপি গ্রিও কিনার মত টাকা ম্যানেজ করতে পারেন নি ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।

লোকাল রোমিও

পাড়ার সবচে বয়স্ক তরুনীটিও আপনাকে আঙ্কেল ডাকা শুরু করেছে ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।

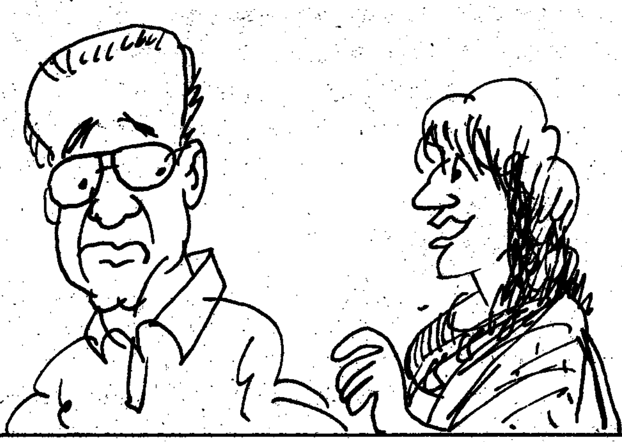

রহস্য লেখক

যখন দেখবেন আপনার প্রকাশিত মৌলিক রহস্য উপন্যাসগুলোর সঙ্গে সাম্প্রতিক হলিউডের হিট ছবিগুলোর কাহিনী অবিশ্বাস্য ভাবে মিলে যাচ্ছে ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন কর্মী

যখন দেখবেন '২০২০ সালে এই দেশে দারিদ্র মিউজিয়ামে যাবে' বলা হচ্ছে আর আপনার বয়স এখনই ৬৫। আর মাঝে মধ্যেই বুকের বাম দিকে চিন চিন করে ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।

টিভি প্রজোযক
আপনার তৈরী করা প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখে এমন কোন পরিচিত দর্শক যখন আপনাকে দেখলেই জানতে চায় তার টিভিটা সে বেচতে চায় কোন কাস্টমার পাওয়া যাবে কিনা ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
নায়ক
আপনার প্রতিবেশী আপনার কাছে আপনার একটা ছবি চায় রাতে তার শিশু পুত্রকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
অজ্ঞান পার্টির কর্মী
টানা দশ বছর ধরে মানুষকে অজ্ঞান করে মাল হাতিয়ে আসছেন কোন সমস্যা হয় নাই , কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিস্কার করলেন স্প্রে করার পর আপনার সহযাত্রী বলছে ' সুন্দর সেন্ট কোন মার্কেট থেকে কিনছেন ' ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
বংশিবাদক
আপনি দীর্ঘদিন ধরে বংষি বাজিয়ে বাজিমাত করেছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন বাসায় কোন ইঁদুর নেই !! ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
বিমূর্ত শিল্পী
যখন দেখবেন আপনার একক বিমুর্ত চিত্র প্রদর্শনীতে কোন দর্শক সব গুলো ছবি একে একে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখে আপনাকে এসে মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করবে ' ভাই গ্যালারীর টয়লেটটা কোন দিকে ? ' ... তখন বুঝতে হবে আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
উন্মাদ সম্পাদক
যখন দেখবেন মাহবুব হাসান এর লেখা এই ফিচারটি অবশেষে নির্বাচিত হয়েছে এবং উন্মাদে ছাপা হচ্ছে তখন বুঝতে হবে উন্মাদ সম্পাদকের অবসর নেয়ার সময় হয়েছে।
অবসর

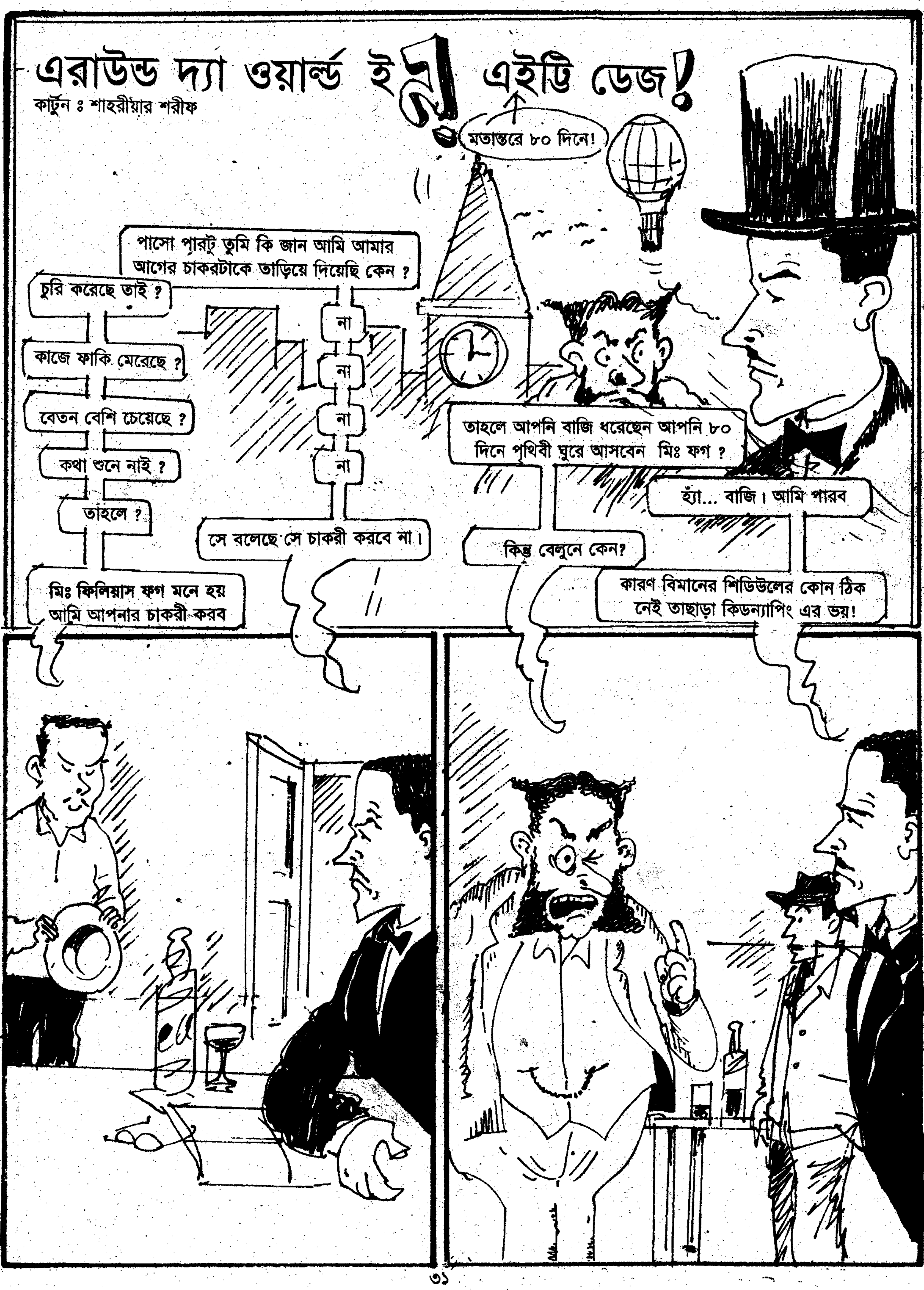
এরাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ!
কার্টুন ঃ শাহরীয়ার শরীফ
মতান্তরে ৮০ দিনে!
পাসো প্যারটু তুমি কি জান আমি আমার আগের চাকরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি কেন ?
চুরি করেছে তাই ?
না
কাজে ফাকি মেরেছে ?
না
বেতন বেশি চেয়েছে ?
না
কথা শুনে নাই ?
না
তাহলে ?
সে বলেছে সে চাকরী করবে না।
মিঃ ফিলিয়াস ফগ মনে হয় আমি আপনার চাকরী করব
তাহলে আপনি বাজি ধরেছেন আপনি ৮০ দিনে পৃথিবী ঘুরে আসবেন মিঃ ফগ ?
হ্যাঁ... বাজি। আমি পারব
কিন্তু বেলুনে কেন?
কারণ বিমানের শিডিউলের কোন ঠিক নেই তাছাড়া কিডন্যাপিং এর ভয়!

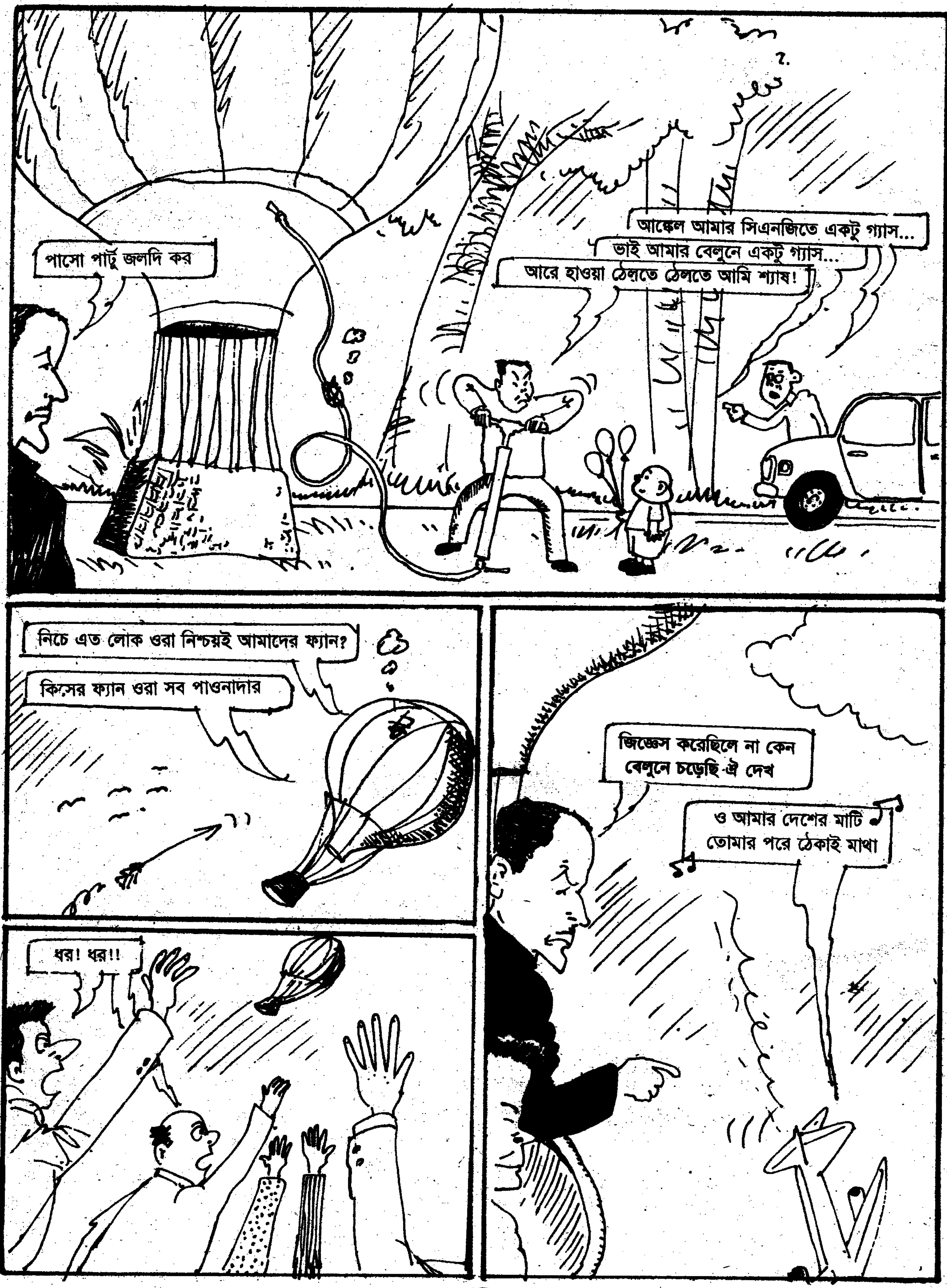
পাসো পার্টু জলদি কর
আঙ্কেল আমার সিএনজিতে একটু গ্যাস...
ভাই আমার বেলুনে একটু গ্যাস...
আরে হাওয়া ঠেলতে ঠেলতে আমি শ্যাষ!
নিচে এত লোক ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ফ্যান?
কিসের ফ্যান ওরা সব পাওনাদার
ধর! ধর!!
জিজ্ঞেস করেছিলে না কেন
বেলুনে চড়েছি-ঐ দেখ
ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা

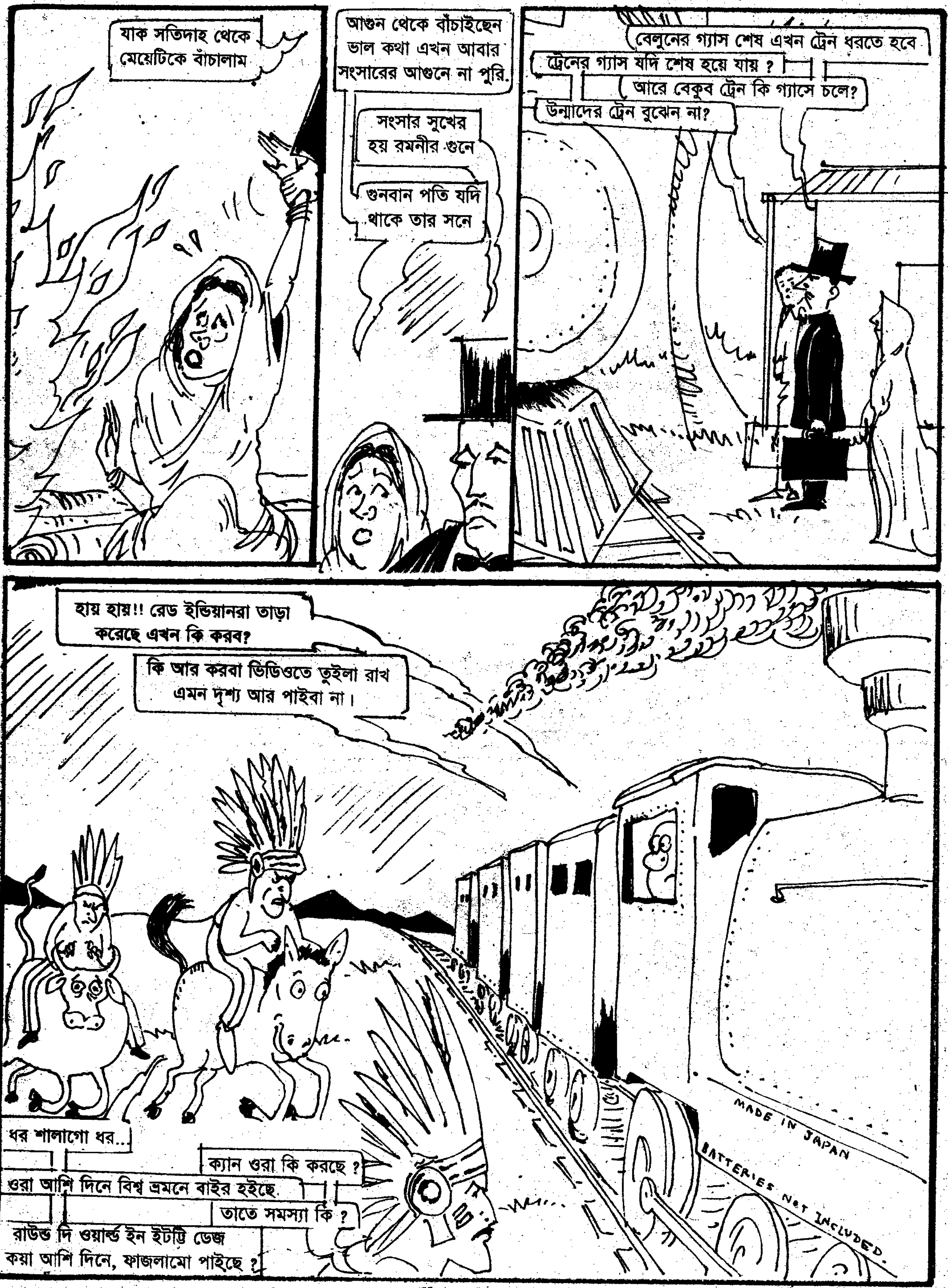
যাক সতিদাহ থেকে মেয়েটিকে বাঁচালাম
আগুন থেকে বাঁচাইছেন ভাল কথা এখন আবার সংসারের আগুনে না পুরি.
সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে
গুনবান পতি যদি থাকে তার সনে
বেলুনের গ্যাস শেষ এখন ট্রেন ধরতে হবে
ট্রেনের গ্যাস যদি শেষ হয়ে যায় ?
আরে বেকুব ট্রেন কি গ্যাসে চলে?
উন্মাদের ট্রেন বুঝেন না?
হায় হায়!! রেড ইন্ডিয়ানরা তাড়া করেছে এখন কি করব?
কি আর করবা ভিডিওতে তুইলা রাখ এমন দৃশ্য আর পাইবা না।
ধর শালাগো ধর...
ক্যান ওরা কি করছে ?
ওরা আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমনে বাইর হইছে.
তাতে সমস্যা কি ?
রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন ইটট্রি ডেজ কয়া আশি দিনে, ফাজলামো পাইছে ?
MADE IN JAPAN
BATTERIES NOT INCLUDED.

এরই ফিলিয়াস বাই নি? রেড ইন্ডিয়ানগো তাড়া খায়া আন্নেতো মনে অয় শ্যাষ। এক কাম করেন আঁর 'রেড টি' খাই যান। এরই মোতাব্বির হেতের কাপ ধুই ছা দে
দেখুন সম্ভব নয় কারণ আশি দিনে পৃথিবী ভ্রমনে বের হয়েছি হাতে একদম সময় নেই
এরই আমনে কি কন ? আমনেরে আই বিশ দিনে ফুরা দুনিয়া ঘুরি দিয়ুম। আমনে আর টেম্পুতে উঠেন। এরই মোতাব্বির টেম্পু বাইর কর। স্যারেরে দি বউনি করুম। ফিচণে হেতে কে ? বউ নি ?
ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট
ক্যা আই কি কইছি ??
তুমি লাশের চা খাইয়ে মানুষকে লাশ বানাচ্ছ! জলদি থানায় চল!
ফিলিয়াস কাগু আরে বাছান। ১০০ ডলার কর্জ দ্যান। হারাম আই দ্যাশে ফিরি আমনের টিয়া শোধ দিমু। দ্যাশে আর জমিদারি আছে।
মিঃ মোতাব্বিরস কাগু আমাকে একটা ভাল জাহাজ খুঁজে দিন
কোন বিষয় না। এরই মোতাব্বির আর টেম্পুর চাকা খুলি ফানিত নামা
পাসো পার্টু কই ?
মানিব আমি তীরে থাকলেই বোধ হয় ভাল হত থাকি জাহাজ বন্ধ হলে ঠেলতে হবে না ?
ঠিক ঠিক আমনে লাখ টিয়ার কতা কইছেন
শিট আমার বিউটি বক্সটা ফেলে এসেছি

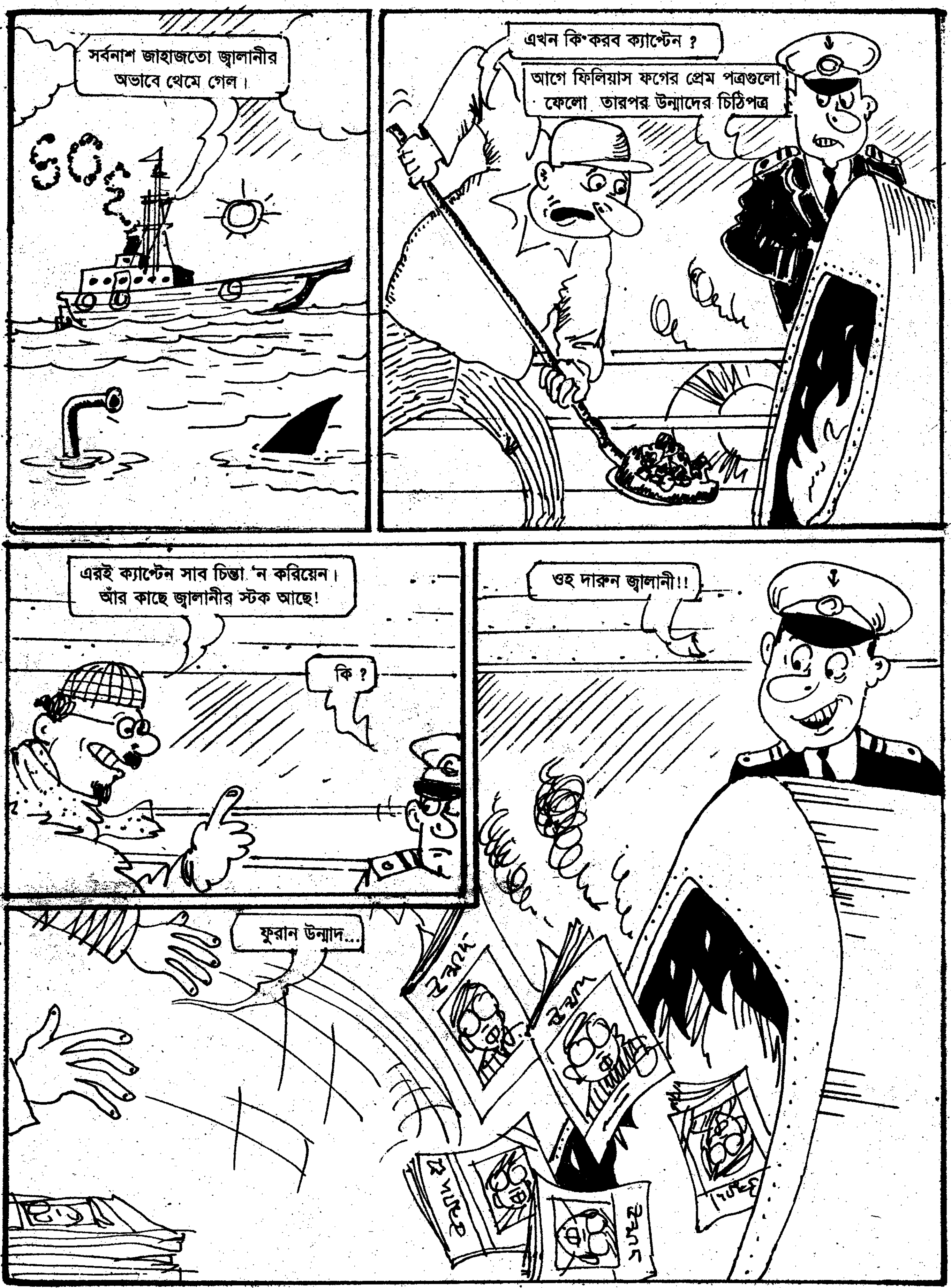
সর্বনাশ জাহাজতো জ্বালানীর অভাবে থেমে গেল।
এখন কি করব ক্যাপ্টেন ?
আগে ফিলিয়াস ফগের প্রেম পত্রগুলো ফেলো তারপর উন্মাদের চিঠিপত্র
এরই ক্যাপ্টেন সাব চিন্তা ন করিয়েন। আঁর কাছে জ্বালানীর স্টক আছে!
কি ?
ওহ দারুন জ্বালানী!!
ফুরান উন্মাদ...

অবশেষে আপনি ৮০ দিনে বিশ্ব ভ্রমন করে আসলেন এই নিন আপনার পুরস্কারের টাকা।
ধন্যবাদ
এরেই ফিলিয়াস কাণ্ড আমনে আঁরে সুদে কিছু টিয়া ধার দেন। ঈমানে কই এক হপ্তা উর্ধে সাত দিনে টিয়া দি দিমু
টাকা পেলেন ভাল কথা কিন্তু দুদকের লোকজন আপনাকে খুঁজছে
দুদক?? এ্যাঁ... ইয়ে...ওদিকে যাই
কি ফিলিয়াস ফগ এরকম ফগি আবহাওয়ায় কই ছুটছেন?
আর কোথায় উন্মাদ অফিসে
উন্মাদ
ভালই করেছেন উন্মাদে ইনভেস্ট করছেন। আমরাও ফান্ড খুঁজছিলাম। আফটার অল উন্মাদ বাই প্রোডাক্ট ব্যবসায় নামার চিন্তা ভাবনা করছি ...
মনিব ভাবিয়া করিয়েন কাজ করিয়া ভাবিয়েন না।
আমি শ্যাষ!
এরেই উম্মাদ বাই বাইরে মাতায় হাত দি বসি আছে হেতেনরা কে?
উনারা আমাদের আগের ইনভেস্টররা!

উন্মাদের এক সময়ের হিট ফিচার " অবান্তর প্রশ্নের পটু উত্তর " এর কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা । সেই ফিচারটি অনেক সময় অনেক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে উন্মাদে হয়েছে । এবার আবারও নতুন ভাবে । একজন মানুষের সারাদিনের জীবনে যদি সেটা ঘটে । পরিকল্পনা করেছে মাকামে মাহমুদ । আর এঁকেছে তন্ময় ।

সারা দিন অবান্তর প্রশ্নের পটু উত্তর

সারা দিন অবান্তর প্রশ্নের পটু উত্তর

কার্টুন ০ তন্ময়

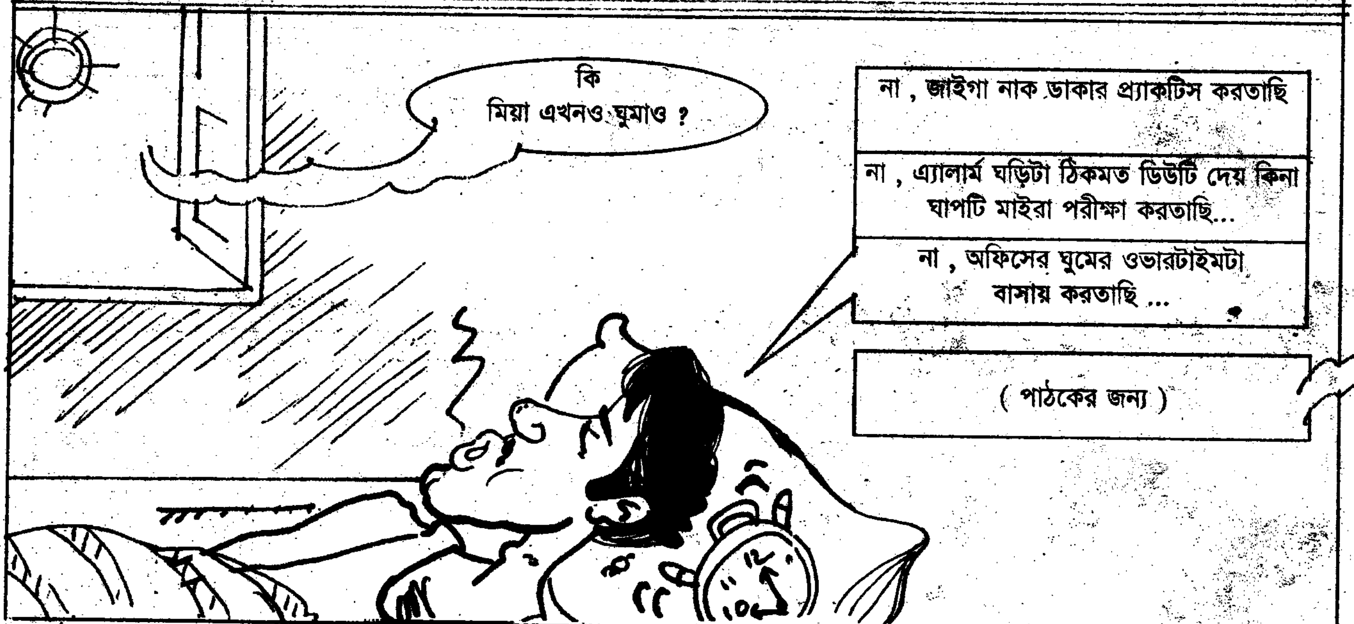

কি
মিয়া নাস্তা কর ?
না , নাস্তার প্লেটটা খালি করি...
না , প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেড গিলছি ...
না , 'ব্রেক লাস্ট' করছি
(পাঠকের জন্য)
কি
মিয়া অফিসে যাওয়ার জন্য
বাস ধর ?
না , সকালের ব্যায়ামটা করতাছি ...
না , বাসটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি ...
না , আমরা দুজনই স্থির দাড়িয়ে, তল দিয়ে মাটিটা কেন দৌড়াচ্ছে বুঝতে পারছি না...
(পাঠকের জন্য)
কি
অফিসে দেরীতে পৌছানোর জন্য
বসের ঝাড়ি খাচ্ছেন ?
না , আজ অফিসে লাঞ্চ হবে নাতো তাই আগেই ঝাড়ি খেয়ে নিচ্ছি ...
না , বসের দাঁতগুলো সুন্দরতো তাই দেখছি...
না , আজ একটু ঠান্ডাতো তাই বসের উষ্ণ প্রশ্বাসে একটু ওয়ার্ম আপ হয়ে নিচ্ছি...হে হে
(পাঠকের জন্য)

কি
মিয়া অফিস শেষে বাজার করে
বাসায় ফিরছেন ?
না , বাসে পার্ট টাইম শাকসব্জি মাছ
ফেরি করি কিনা...
না ,পঁচা মাছের গন্ধে যেন বাস খালি হয়ে যায়
আমি আরামে যেতে পারি সে জন্য...হে হে
না , দুই বন্ধ থাকলে ভাড়া দিতে পারব না
কন্ডাক্টরকে তাই ...
(পাঠকের জন্য)

কি
মিয়া পঁচা মাছ কেনার জন্য বউয়ের
ঝাড়ি খাচ্ছেন ?
না , বসের ঝাড়ি কড়া না বউয়ের ঝাড়ি
কড়া সেটা টেস্ট করছি...
না , আজ বাসায় গ্যাস নেইতো তাই বউয়ের
উষ্ণ ঝাড়িতে মাছটা ভাজা হচ্ছে...
না , আজ বাসায় মনে হয় ডিনার নেই।
তাই ওটাই একটু খেয়ে নিচ্ছি ...
(পাঠকের জন্য)

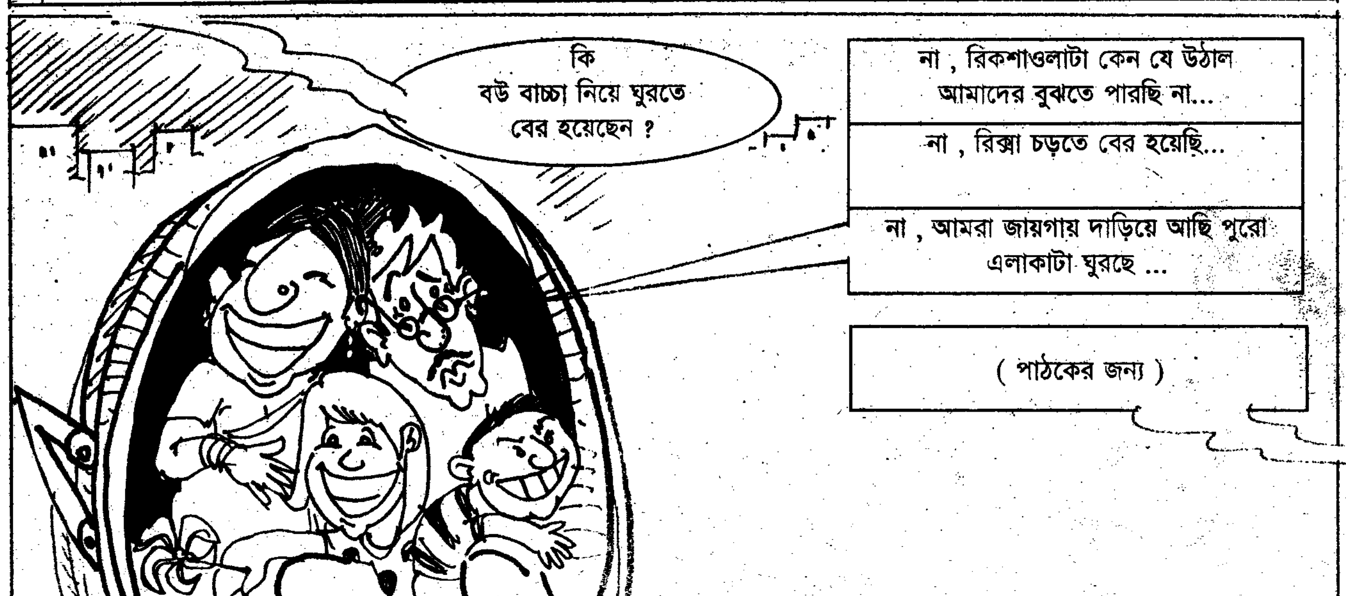
কি
বউ বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে
বের হয়েছেন ?
না , রিকশাওলাটা কেন যে উঠাল
আমাদের বুঝতে পারছি না...
না , রিক্সা চড়তে বের হয়েছি...
না , আমরা জায়গায় দাড়িয়ে আছি পুরো
এলাকাটা ঘুরছে ...
(পাঠকের জন্য)

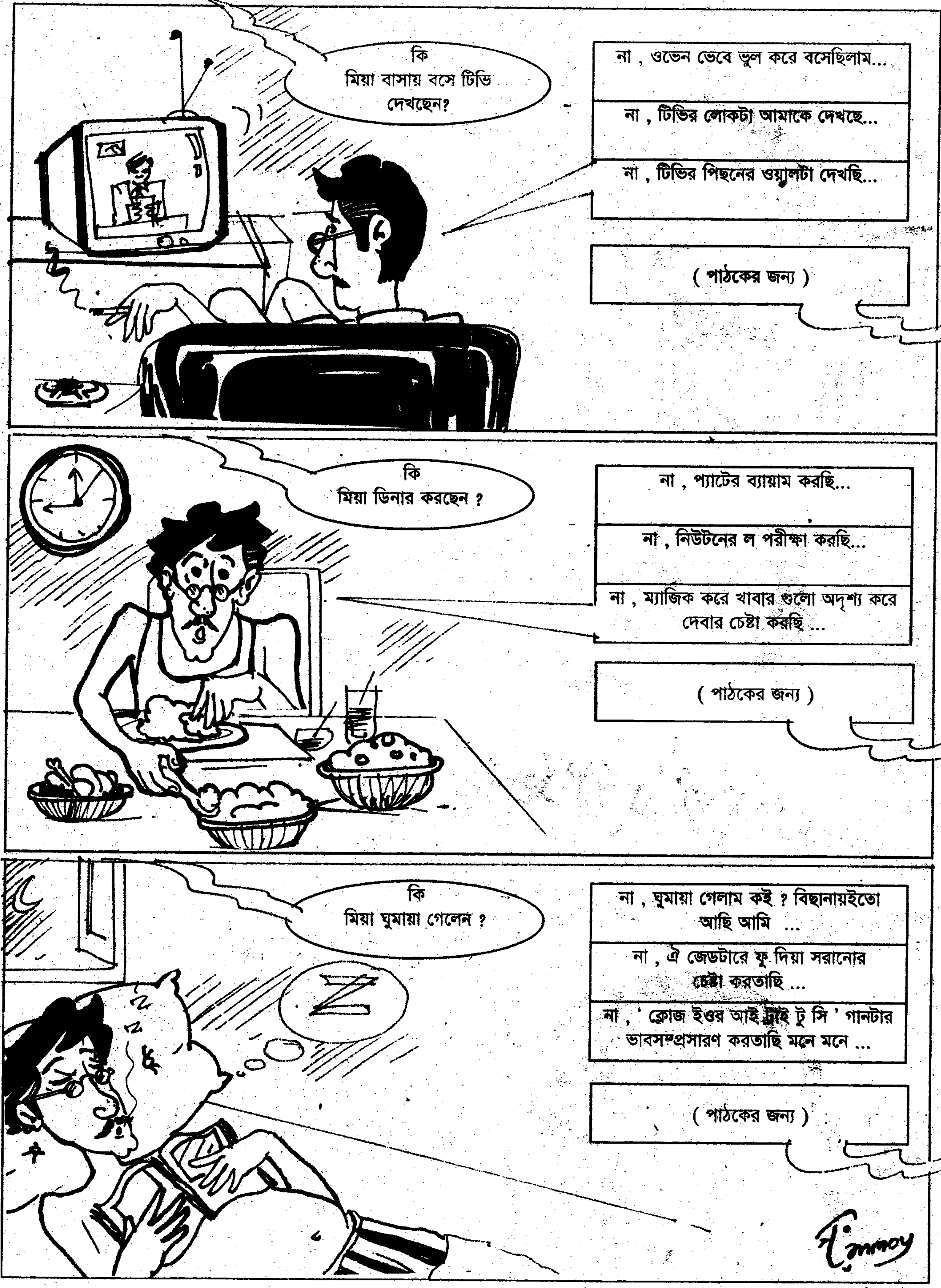
কি
মিয়া বাসায় বসে টিভি দেখছেন?
না , ওভেন ভেবে ভুল করে বসেছিলাম...
না , টিভির লোকটা আমাকে দেখছে...
না , টিভির পিছনের ওয়ালটা দেখছি...
(পাঠকের জন্য)
কি
মিয়া ডিনার করছেন ?
না , প্যাটের ব্যায়াম করছি...
না , নিউটনের ল পরীক্ষা করছি...
না , ম্যাজিক করে খাবার গুলো অদৃশ্য করে দেবার চেষ্টা করছি ...
(পাঠকের জন্য)
কি
মিয়া ঘুমায়া গেলেন ?
না , ঘুমায়া গেলাম কই ? বিছানায়ইতো আছি আমি ...
না , ঐ জেডটারে ফু দিয়া সরানোর চেষ্টা করতাছি ...
না , ' ক্লোজ ইওর আই ট্রাই টু সি ' গানটার ভাবসম্প্রসারণ করতাছি মনে মনে ...
(পাঠকের জন্য)

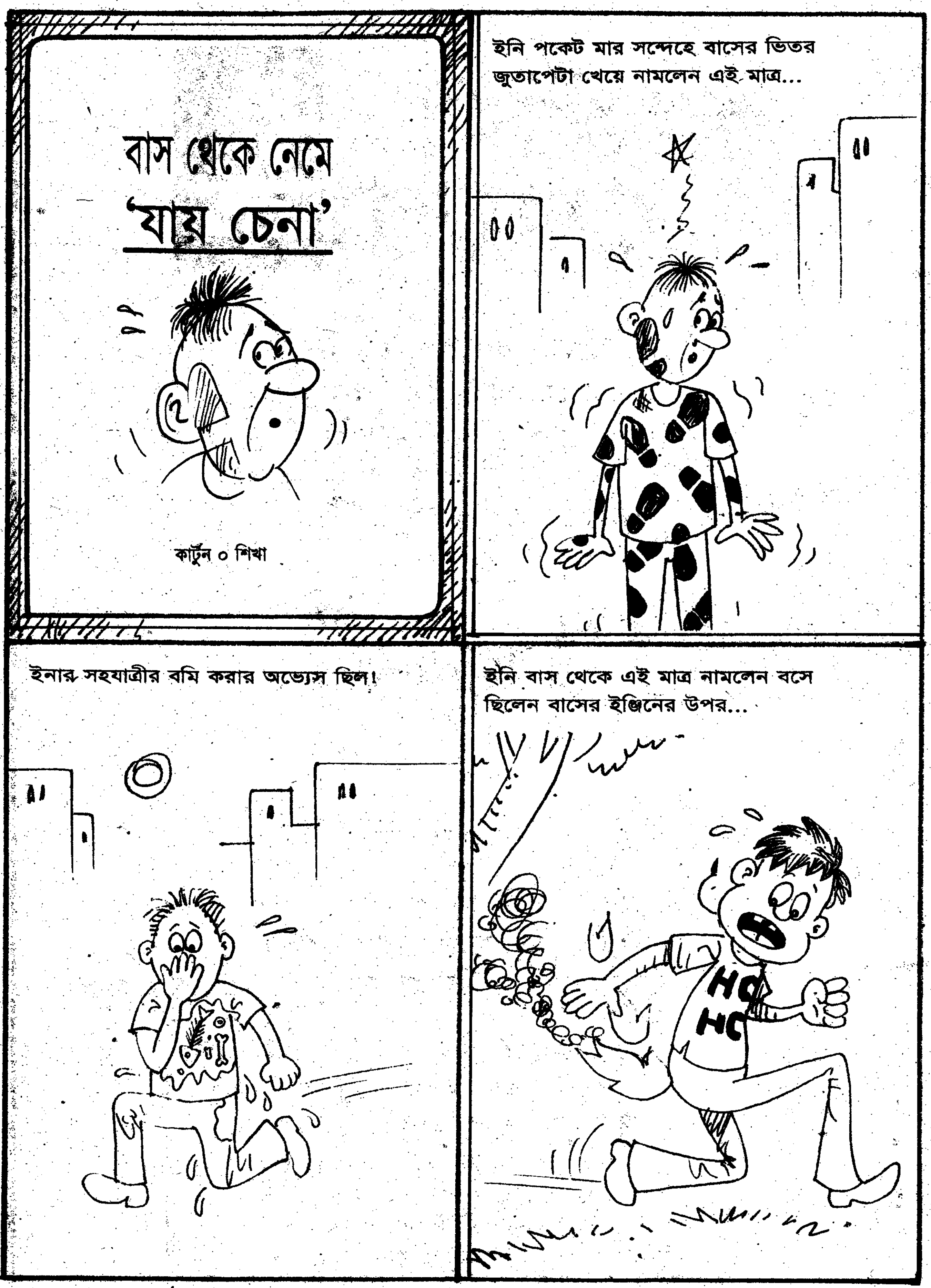
বাস থেকে নেমে
'যায় চেনা'
কার্টুন ০ শিখা
ইনি পকেট মার সন্দেহে বাসের ভিতর জুতাপেটা খেয়ে নামলেন এই মাত্র...
ইনার সহযাত্রীর বমি করার অভ্যেস ছিল!
ইনি বাস থেকে এই মাত্র নামলেন বসে ছিলেন বাসের ইঞ্জিনের উপর...
HO
HO

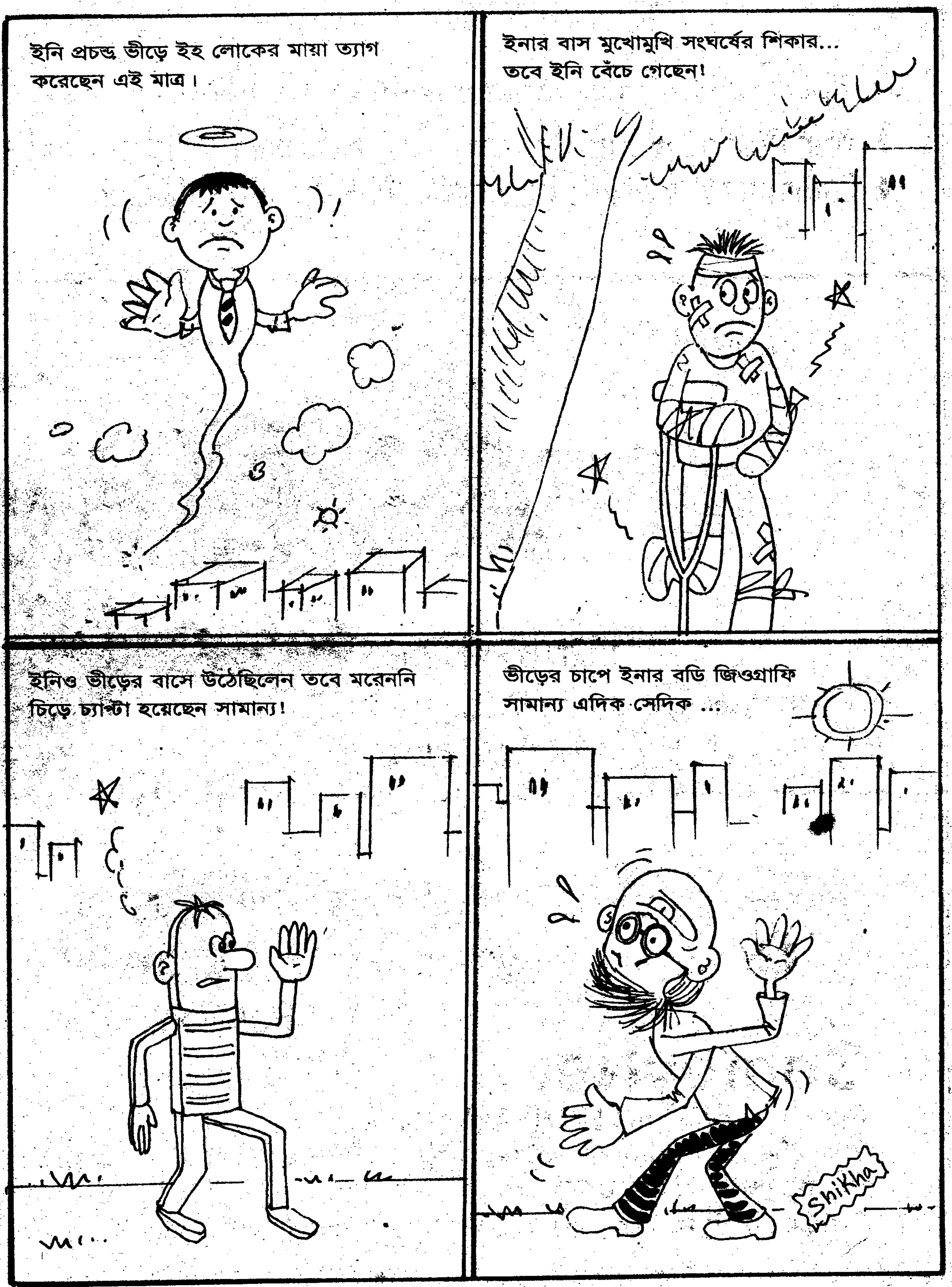
ইনি প্রচন্ড ভীড়ে ইহ লোকের মায়া ত্যাগ করেছেন এই মাত্র।
ইনার বাস মুখোমুখি সংঘর্ষের শিকার... তবে ইনি বেঁচে গেছেন!
ইনিও ভীড়ের বাসে উঠেছিলেন তবে মরেননি চিড়ে চ্যাপ্টা হয়েছেন সামান্য!
ভীড়ের চাপে ইনার বডি জিওগ্রাফি সামান্য এদিক সেদিক ...
Shikha

২০২৯ সালে পৃথিবীকে আঘাত হানতে যাচ্ছে অপোফিস **৯৯৪২** গ্রহানু। এই গ্রহানু আকারে এতই বড় যে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাজেই এই মুহূর্তে উন্মাদের জরুরী এ্যালান। কি করে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায় ... তারই কিছু পদ্ধতি ... অবশ্যই উন্মাদীয় পদ্ধতী ...

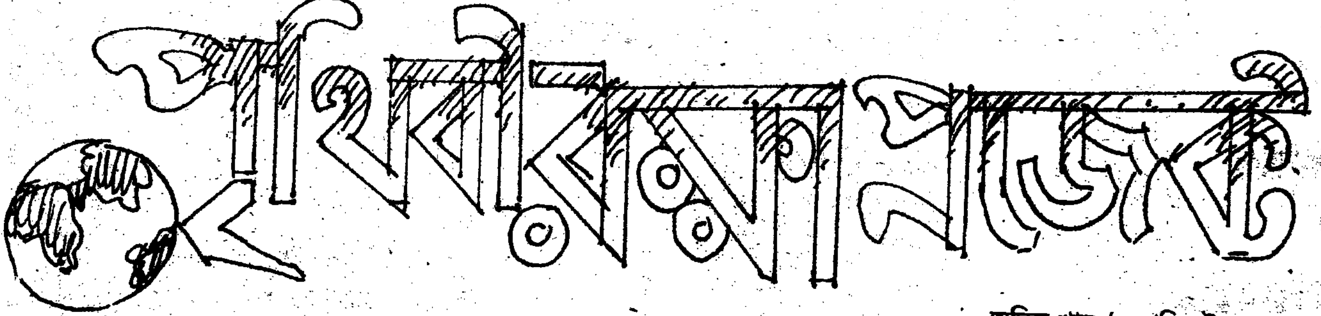

অনিক খান / ওয়াহিদ ইবনে রেজা

আয়না পদ্ধতিঃ
এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে একটি বিশাল আয়না সেট করে রাখতে হবে। আয়নায় **অপোফিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু'** নিজের কু দর্শন চেহারা দেখে মহাশূন্যে মুখ লুকাতে বাধ্য হবে। পৃথিবী রক্ষা পাবে।

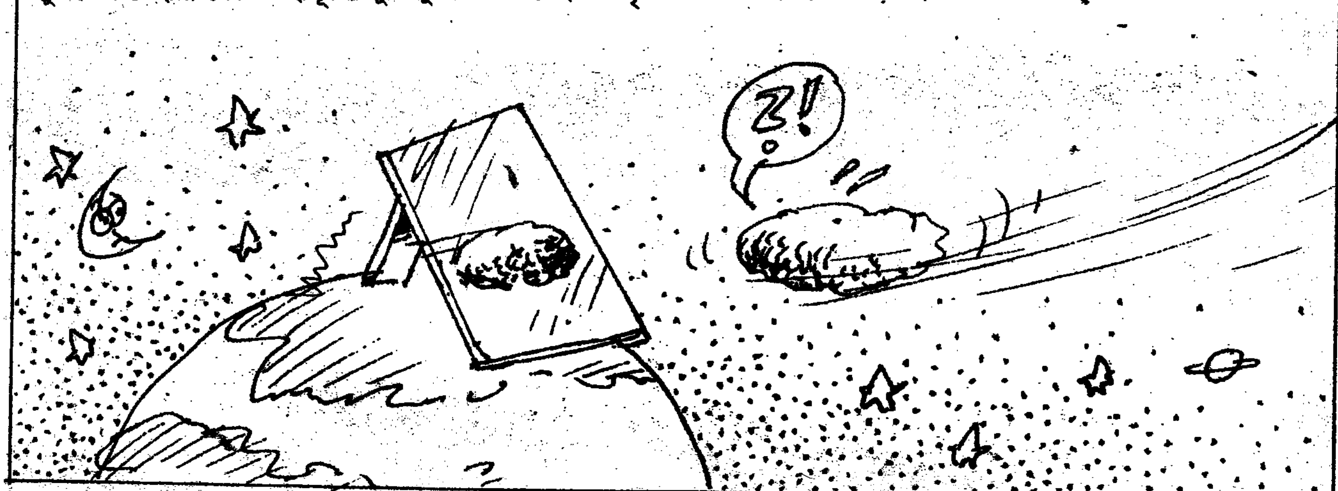

ট্রাফিক সাইন পদ্ধতিঃ
এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে একটি বিশাল ইউ টার্ন ট্রাফিক সাইন লাগিয়ে রাখতে হবে। অপোফিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু' সাইন দেখে ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে যাবে।

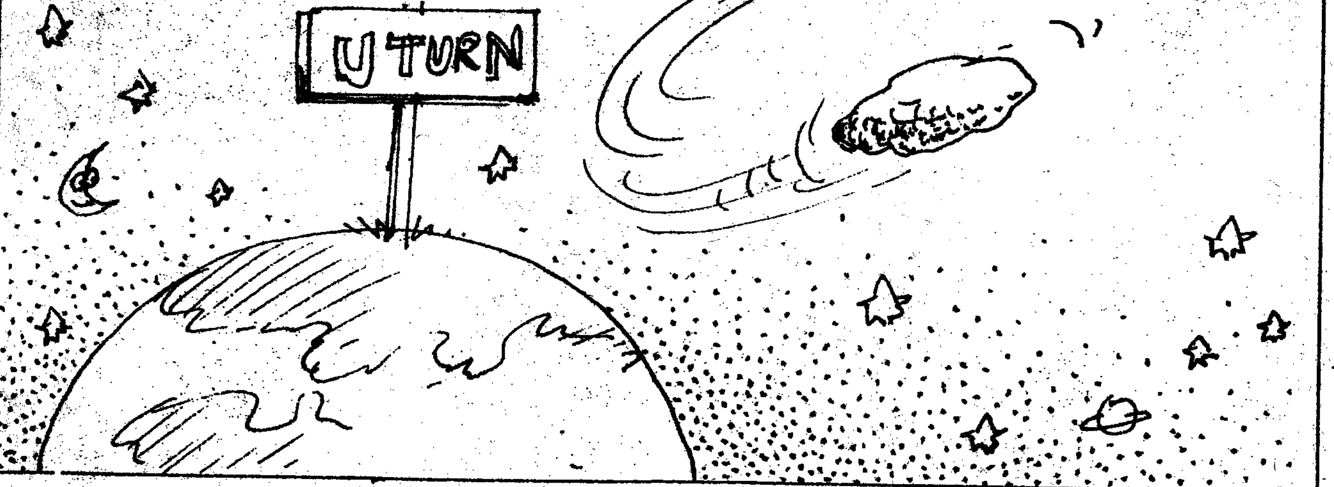

গুলাইল পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে দানবাকৃতির একটি গুলাইল লাগিয়ে রাখতে হবে। অপোফিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু' দেখা মাত্র ঐ গুলাল দিয়ে আরেকটি দানবাকৃতির গুল্লি ছুরে মারতে হবে। এবং এভাবেই পৃথিবী রক্ষা পাবে।

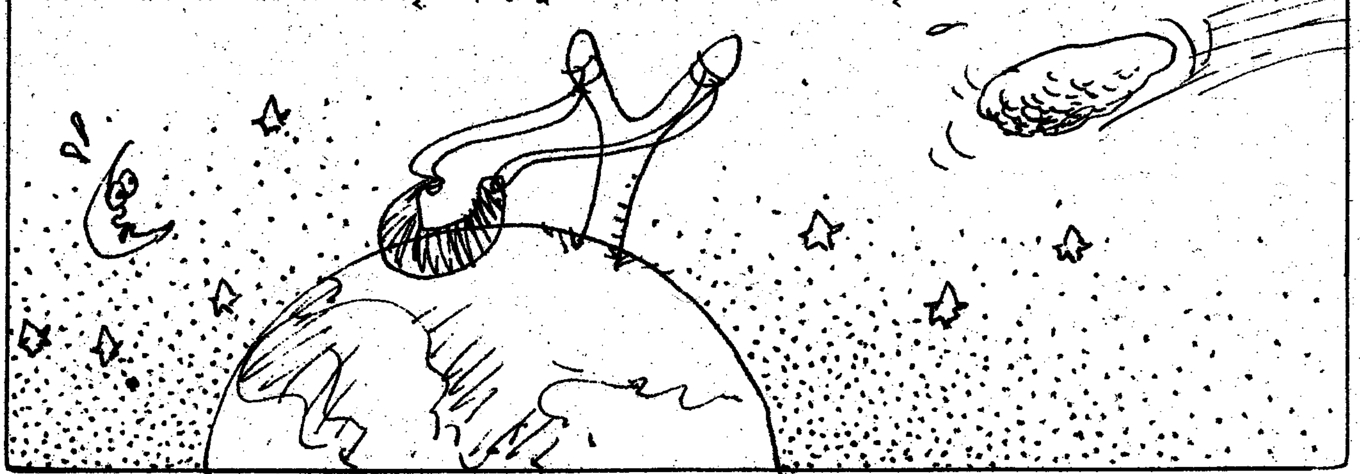

ম্যাজিশিয়ান পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে পৃথিবী বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান ডেভিড কপার ফিল্ড এর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তিনি যে কায়দায় স্ট্যাচু অব লিবার্টি গায়েব করে দিয়েছিলেন। সেই একই কায়দায় অপোফিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু' দেখা মাত্র গায়েব করে দিবেন কিছুক্ষনের জন্য 'আপসিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু' ডজ খেয়ে ফিরে যাবে।

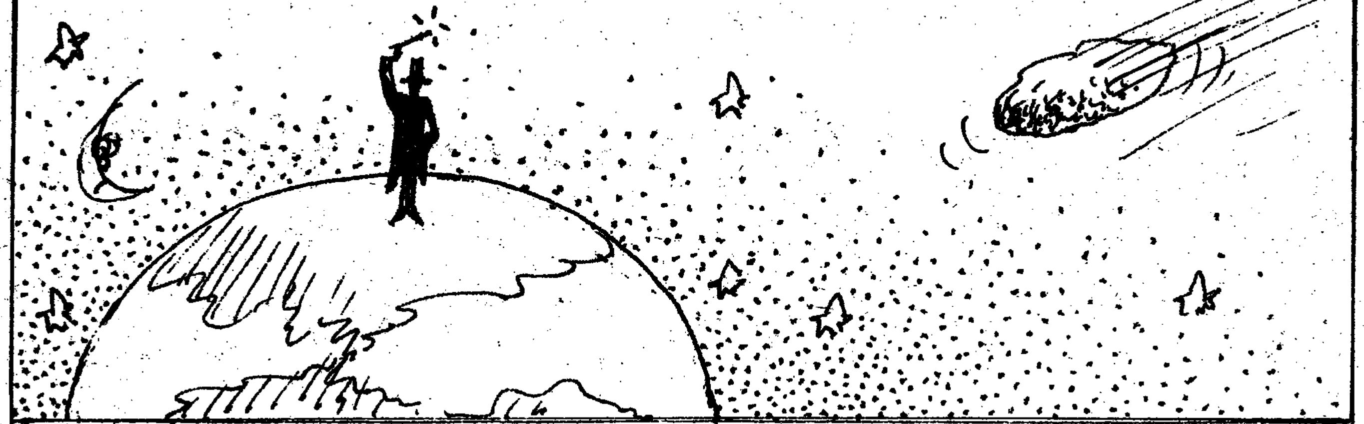

উন্মাদীয় পদ্ধতিঃ

এটা যেহেতু এই ফিচারের শেষ ফ্রেম। কাজেই এখানে উল্টা পাল্টা কিছু হবেই কাজেই এই ফ্রেমে বিশাল অপোফিস ৯৯৯৪২ গ্রহানু' পৃথিবীর দিকে ছুটে আসবে না। উল্টো দিকে ছুটবে কাজেই নো টেনশন ডু ফুর্তি (এফ এম ব্যান্ড কত ?) !!

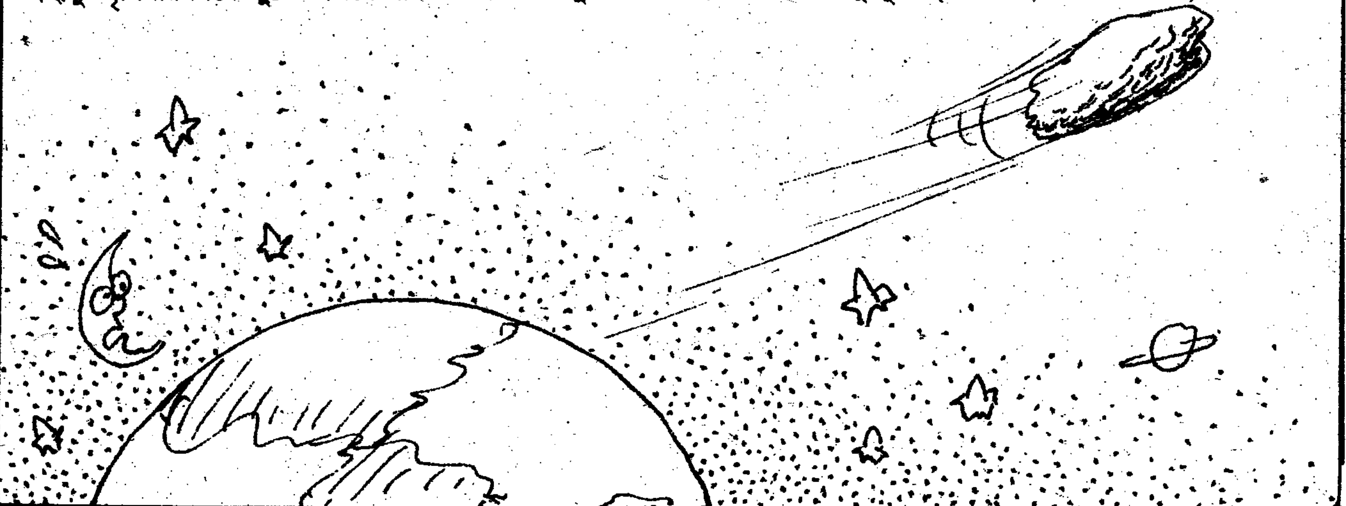

ড্যাম্পকিন

সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ্

ধরুন, একটা জমপেশ আড্ডায় পা দুটো তুলে গ্যাট হয়ে বসে আপনি সুড়ুৎ সুড়ুৎ চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। এমন সময় কেউ একজন এসে এমন এক বিষয়ে কথা বলা শুরু করলো, যে বিষয়ে আপনি দু-এক অক্ষর হলেও জানেন। কি করবেন? চুপ করে থাকবেন? আর কেউ চুপ করে থাকলেও আপনি থাকবেন না; কারন আমি জানি বাঙালী (মতান্তরে বাংলাদেশি) জাতীয়তা তত্ত্বে আপনি আপোষহীন, আমিও তাই। তাই বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর আবেগ আর সেই সাথে হালকা-পাতলা বাঙালীর 'খাসলত' হৃদয়ে ধারন করে রাখতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। উপরের প্রশ্ন করা হলে আমরা দুজনেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠতাম, 'আহা, মরি মরি! কাউকে থামিয়ে দিয়ে তাকে দু'টো জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দেবার মতো স্বর্গসুখ আর আছে নাকি?' ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই তাই। কাউকে আগ বাড়িয়ে একটা কথা শুনিয়ে দিতে না পারলে আমাদের পেট গুড়গুড় করে, নিজেকে সেদিন আর খুব একটা জ্ঞানী-জ্ঞানী বোধ হয়না।

এই ব্যাপারটা যে আমাদের সময় থেকেই শুরু, তা নয়, আমরা এই ঐতিহ্যের ধারক-বাহক মাত্র। সেই আবহমান কাল থেকেই আমরা চোপার জৌলুশ দেখিয়ে আসছি, আরেকজনের চাপার কসরত থামিয়ে। কি ব্যাপার, আপনি তেতে উঠছেন কেন? ও, আমাদের সাত পুরুষ ধরে টান দিয়েছি বলে? ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে সাতপুরুষ আগের 'আবহমান কালের' একটা গল্প শুনিয়ে দেই - এক ভদ্রমহিলার স্বামী একেবারেই 'বেদ্বীন'। মানে দ্বীনের ওপর, ঈমানের ওপর তার কোন আমল-আখলাক নেই। সেই মহিলার তার স্বামীর জন্য বেশ দুশ্চিন্তা, শেষ পর্যন্ত তিনি এক পীর সাহেবের শরনাপন্ন হলেন। বহু চেষ্টা-তদবীর করে ঐ পীর সাহেবকে বাসায়ও নিয়ে আসলেন। স্বামীও পীর সাহেবকে বাসায় পেয়ে বেশ খুশি, আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখছেনা। পীর সাহেব কিন্তু একেবারেই বেজার, সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু ঘরে কোন ইবাদত-বন্দেগী নেই। একসময় হুজুর বলেই ফেললেন, 'নাহ্ তোদের বাড়িতে আমি আর থাকব না।' স্ত্রী কিছু বলার আগেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে স্বামী। 'কেন হুজুর, কেন থাকবেন না, আপনার কোন অসুবিধা নাকি, কেন থাকবেন না হুজুর, কেন থাকবেন না .....' 'না না তোদের বাসায় আমল-আখলাকের বালাই নাই, আচ্ছা বলতো, ফজরের নামাজ কয় রাকাত?' স্ত্রী কিছু বলার আগেই স্বামী বলে উঠলো, 'কেন হুজুর আট রাকাত?' ওদিকে স্ত্রী হাতের চার আঙুর তুলে ইশারা করছে, স্বামীর যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। হুজুর চলে যাচ্ছে দেখে সে বলল, 'ষোল রাকাত?' এতেও হুজুর থামছেনা দেখে শেষমেষ মরিয়া হয়ে বলল, 'তাহলে বত্রিশ রাকাত?' কিন্তু হুজুর শেষ পর্যন্ত চলেই গেল। হুজুর গেলে স্ত্রী তেড়ে এলো, 'কি দরকার ছিলো তোমার আগ বাড়িয়ে কথা বলার? আর আমি তখন থেকে

চার আঙুল দেখাচ্ছি, চার রাকাত বললেনা কেন?' 'হুঁ, বত্রিশ রাকাতেও হুজুরকে আমি সামলাতে পারলাম না, আর তুমি চার রাকাতে সামলে ফেলবে!' - স্বামীর উত্তর। তো সেকাল থেকে একাল সব সময়ই আমরা প্রচার করে যাচ্ছি আগ বাড়ানোর বার্তা, মাঝে মধ্যে হালকা নাকালও হচ্ছি, কিন্তু ওরকম দু'য়েকটা নাকাল হওয়াতে আমাদের শিক্ষা হয় কই? নিজের কথাই বলি। কয়েকদিন আগে হবিগঞ্জ গিয়েছি, উঠেছি এক বোনের বাসায়। তাদের বাসা আবার রেল স্টেশনের পাশেই। রাতের বেলা এসেছি, ভোরে বের হয়েছি শহরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখব বলে। ঘর থেকে বের হবার কিছুক্ষনের মধ্যে এমন এক লোকের সাথে দেখা, যাকে পারতঃপক্ষে আমি এড়িয়ে চলি। কিন্তু এ ব্যাটা এখানে এলো কিভাবে? জানলাম কাছেই তার বাড়ি এবং এক্ষুনি সেখানে যেতেই হবে। আমি কোনমতে ভাগার ধান্দা করলাম। বললাম, 'ভাই, আমারতো এক্ষণ ঢাকা যেতে হবে, ট্রেনের টিকেট কাটা।' 'ট্রেনের টিকেট?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' লোকটা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাহলে চলেন আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।' কি আর করা, গেলাম তার সাথে স্টেশন। স্টেশনে গিয়েতো আমার চক্ষু চড়কগাছ। বিশাল স্টেশন, লোকজন গমগম করছে, কিন্তু কোন রেললাইন নেই! দু'পাশে পীচঢালা চওড়া রাস্তা। শুনতে পেলাম, সাত-আট বছর হলো হবিগঞ্জে ট্রেন চলাচল উঠে গেছে, রেলস্টেশন এখন লোকাল বাস স্টপেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে! পাশে থেকে লোকটা বলে উঠলো, 'কি ভাই, ট্রেনের টিকেট না কাটা?' আমি আর কি করব? কিছুই শুনতে পাইনি এমন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই রকম হালকা মানসিক অপদস্থ হয়েই যে সবসময় কাটিয়ে দেয়া যায়, ব্যাপারটা তেমন নয়। অনেক সময় শারীরিক গ্যাটিসটাও এর সাথে প্রাপ্তি হয়ে যায়। উদাহরন দরকার? বলছি। এক মুসাফির, সারাদিন ঘুরাঘুরি করে সে খুবই ক্লান্ত। অতএব আশ্রয় খুঁজছে দোরে দোরে। ঠুকঠুক। 'কি ব্যাপার?' 'না মানে, একটু থাকার জায়গা চাচ্ছিলাম।' 'দেখো ভাই, ঘরে জোয়ান মেয়ে-ছেলে আছে, থাকার জায়গা-টায়গা হবেনা।' আরেক বাসায় ঠুকঠুক। 'কি চাই?' 'না মানে একটু আশ্রয় ...' 'না না, ঘরে জোয়ান মেয়ে-ছেলে আছে ওসব আশ্রয়-ফাশ্রয় হবেনা। মুসাফির ভেবে দেখল, 'জোয়ান মেয়ে-ছেলেটাই' মেইন ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরের বাসায় গেলো, 'ভাই আপনার বাসায় কি কোন জোয়ান মেয়ে-ছেলে আছে?' 'কেন, আপনার কি দরকার?' 'না মানে আমি একটু থাকতে চাচ্ছিলাম ...' এরপর কোন কথা বলার সুযোগ সে মুসাফির পায়নি. মানে সুযোগ দেয়া হয়নি, মানে সে কাহিনী এতটাই মর্মান্তিক যে, মুসাফিরের আর কথা বলার দরকার হয়নি।

এসব তো গেল আমাদের দেশে আগ বাড়িয়ে কথা বলার ব্যাপার-স্যাপার। দেশের বাইরে কি অবস্থা? চোখ ফেরানো যাক আমেরিকায়। বিশ তলার ছাদ থেকে ধুপ করে পড়ে গেলো এক আমেরিকান তরুণী। পনেরো তলার জানালা দিয়ে তাকে ধরে ফেললো এক বৃটিশ ভদ্রলোক। যেহেতু বৃটিশ, ভদ্রলোক তো তাকে হতেই হবে। মহিলাকে ঝুলিয়ে রেখেই ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলার পর বলল, 'ইয়ে তবে আজকের রাতটা না হয় আমার সাথেই থাকলেন...' 'না, কখনোই না'- তরুণীর জবাব। বৃটিশ তার জবাব দিলেন ঐ মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে। এবারের রেসকিউ এক জার্মানের হাতে, দশতলায়। জার্মান ভদ্রলোকের তার জাতিগত স্বভাবসুলভ কাটকাট কথা- 'আপনি বাঁচবেন, তবে রাতটা আমার সাথে থাকবেন।' 'না, কখনোই না' - তরুণীর একই উত্তর আর জার্মান ভদ্রলোকেরও আগেরমতো ভাষাহীন জবাব। ঐ তরুণী ততক্ষণে বুঝে গেছে যে, তার আর বাঁচার আশা নেই। চোখ-টোখ বন্ধ করে ফেলেছে, সেই সময় পাঁচতলায় কে যেন তাকে ধরে ফেলল। চোখ খুলে দেখলো, আলখেল্লা পরা এক আরব। তরুণী সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি রাজী, আমি রাজী। তুমি আমাকে বাঁচাও আমি তোমার সাথে থাকতে রাজী। 'নাউজুবিল্লাহ্' বলে আরব ভদ্রলোকের সাথে সাথেই হ্যান্ড-আউট, আর শেষ মুহূর্তে একটু আগ বাড়িয়ে কথা বলার দোষে ঐ আমেরিকান তরুণী একেবারে পপাত-ধরনীতল!

আমেরিকানরা মনে হয় কোন না কোন ভাবে এই কৌতুকটা জানে। সেজন্যই বোধহয়, তাদের ওখানে আগ-বাড়িয়ে কথা বলাটা এখন পর্যন্ত অন্ততঃ আমাদের মতো সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি!

ক্রিকেটের টুকি টাকি

দ্য জনি

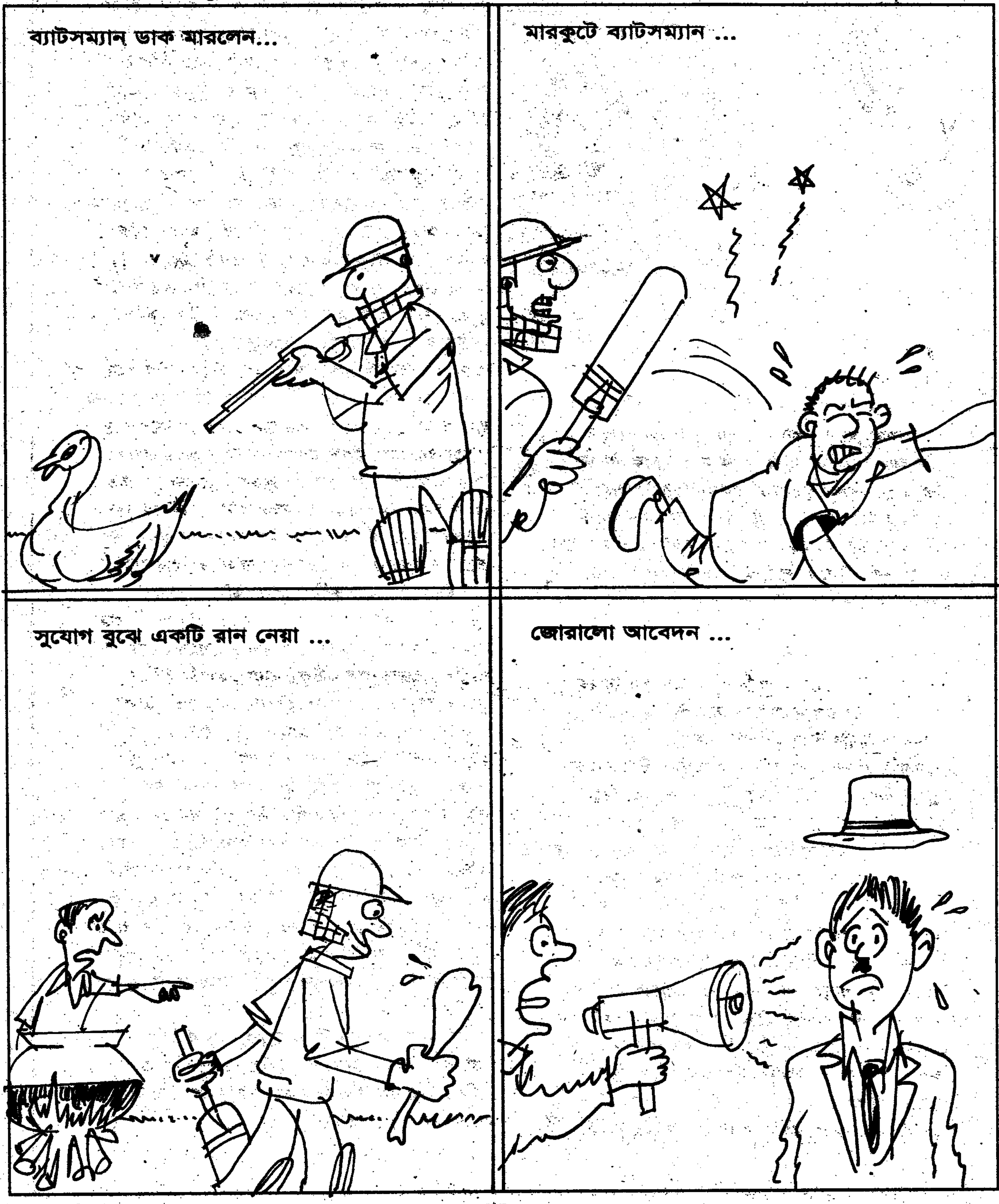

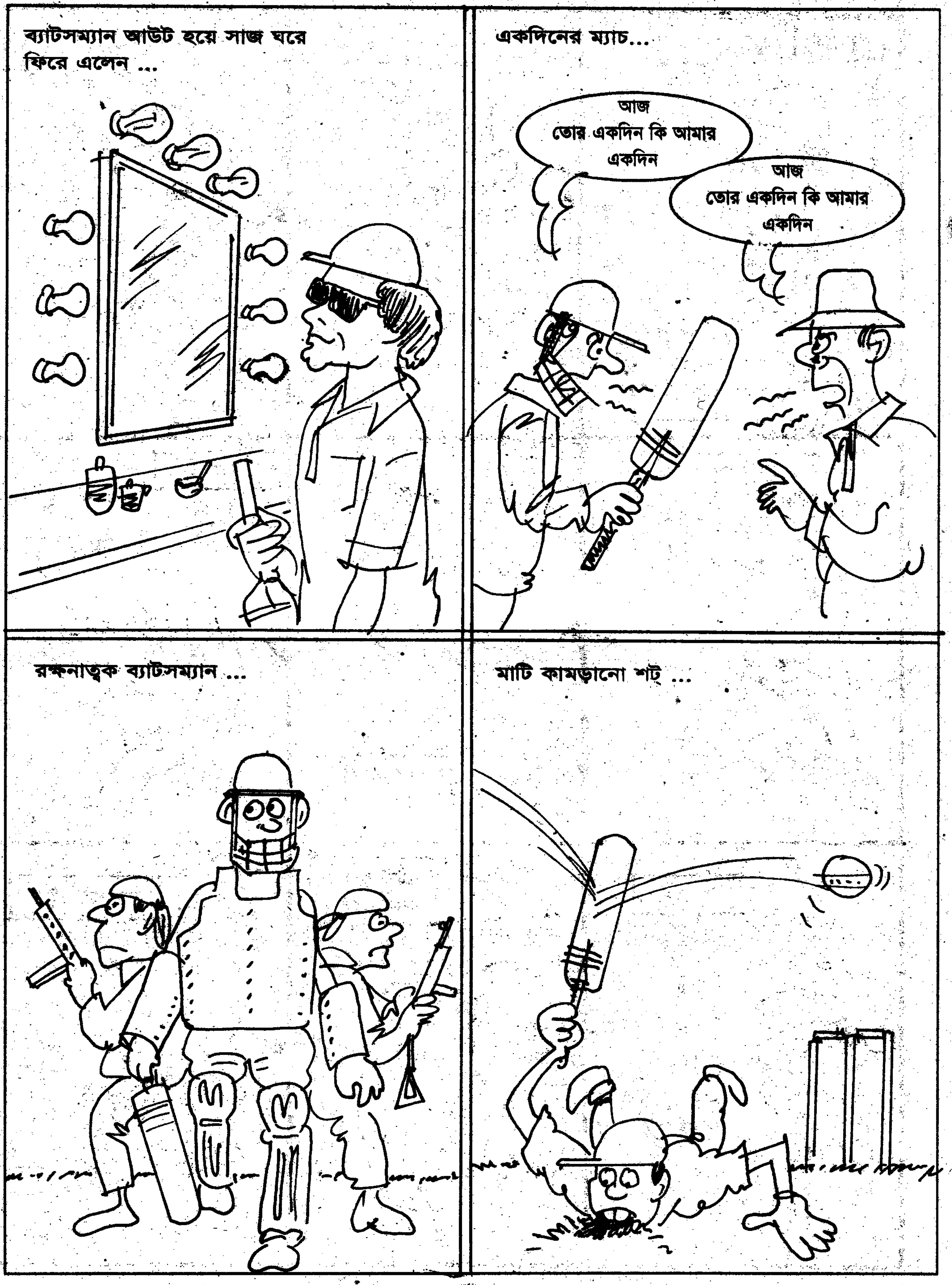
ব্যাটসম্যান আউট হয়ে সাজ ঘরে
ফিরে এলেন ...
একদিনের ম্যাচ...
আজ
তোর একদিন কি আমার
একদিন
আজ
তোর একদিন কি আমার
একদিন
রক্ষনাত্বক ব্যাটসম্যান ...
মাটি কামড়ানো শট্ ...

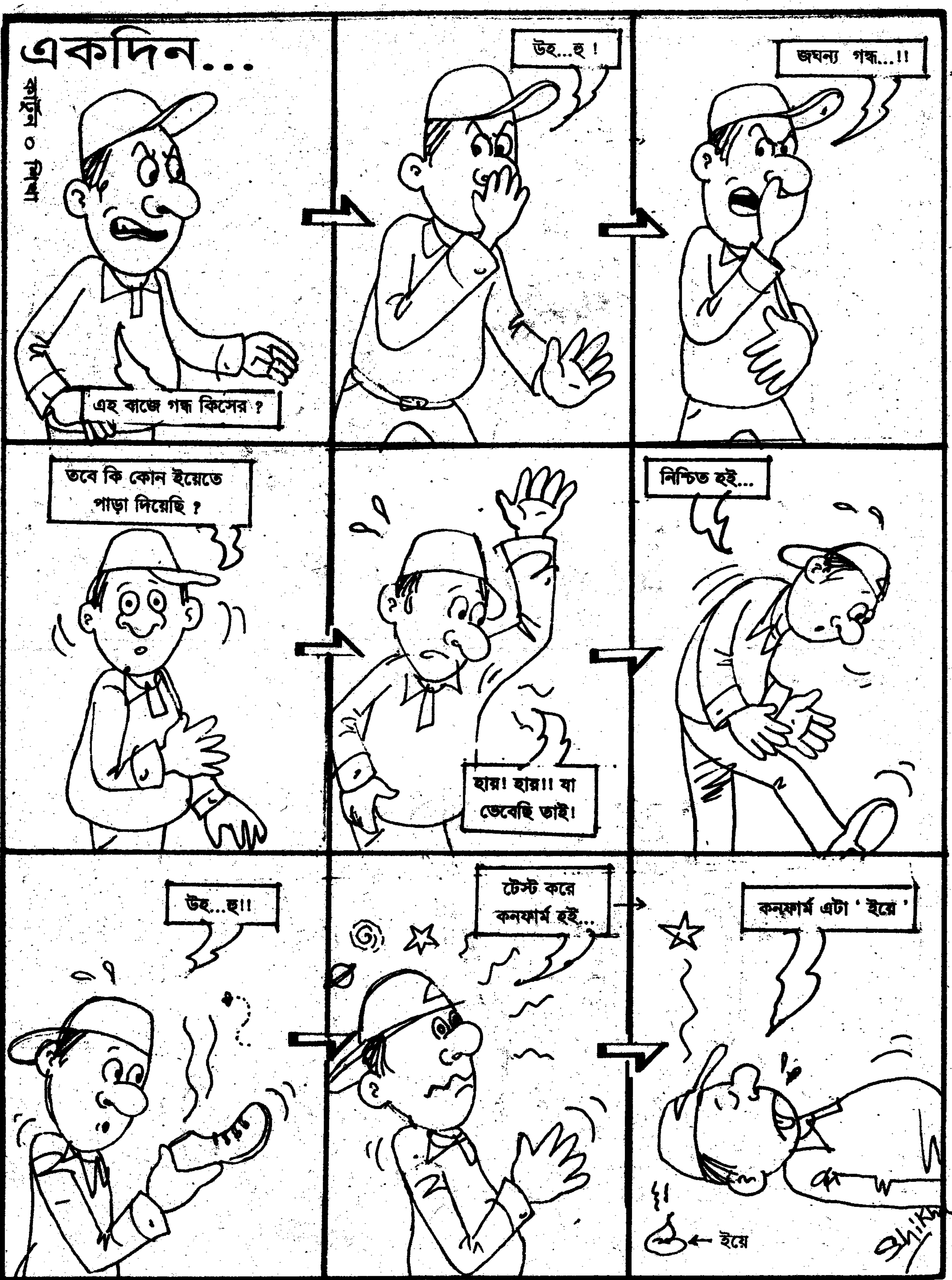
একদিন...
এহ বাজে গন্ধ কিসের ?
উহ...হু !
জঘন্য গন্ধ...!!
তবে কি কোন ইয়েতে পাড়া দিয়েছি ?
হায়! হায়!! যা ভেবেছি তাই!
নিশ্চিত হই...
উহ...হু!!
টেস্ট করে কনফার্ম হই...
কনফার্ম এটা ' ইয়ে '
ইয়ে

পরিদর্শন
আজ আমরা পরিদর্শনে এসেছি... পরী... একি!! এতো দেখছি শ'য়ে শ'য়ে পরী...এ আমি কোথায় এলাম ??
প-পরী...???
তুমি এখন পরীর রাজ্যে...
আমরা সব পরী...
যা-যাক তাহলে...মন্দ কি?
আচ্ছা পরীদের কাজ কি ? মানে আপনাদের কাজ কি ?
ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে !
আমাদের কাজ বাগানে ফুল ফুটানো... কেন জুলেখা বাদশার মেয়ে... সেই গল্পে পড় নি ?

শুধু ফুল ফুটানো ? বাহ মজার কাজতো
ফুল ফুটে ? তাই বল বলি পটকা
ওরে বাপরে বোমের শব্দ না? কার কাজ?
ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক বোম ফুটবেই!
হবে কোন সন্ত্রাসী পরী...
কি বলেন সন্ত্রাসী পরীও আছে নাকি ?
থাকবে না সন্ত্রাস সব জায়গায় আছে
ওরে বাপরে কি আওয়াজ!!
বাপরে এটা আবার কোন পরী যায়...??
এটা উড়ন্ত অবস্থায় বাচ্চা পারা পরী ...
বুম!
আচ্ছা উনি কে ?
উনি পরীর রানী
আর ঐ উনি?
উনি পরা...পরীর পুং লিঙ্গ মানে রাণী মার স্বামী আরকি ?
ঐ এইখানে এত হাউ কাউ কিসের?
উন্মাদ থেকে পরী-দর্শনে এসেছে
জনাব এখানে এত ভেড়া কেন?
আরে পরীদের আরেকটা কাজ হল ঘুম পাড়ানো। এখন আর ওরা নিজেরা ঐ কাজ করে না ভেড়ার পাল পাঠিয়ে দেয়...
বাহ ভাল বুদ্ধীতো! খাটনি কম !

ওখানে একজন পরী ঝিমুচ্ছে কেন ?
ওর বার্ড ফ্লু হয়েছে !
আরে পরির রাজ্যে আপনি আবার কে? ডানা ছাড়া পরী নাকি ? নাকি পরা ?
কিন্তু এটাতো দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা...
আমি একজন বিশিষ্ট প্রুফ রিডার! আপনারা যেভাবে একবার পরি লিখেছেন আরেকবার পরী লিখছেন তাতে করে...পরী সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে...তাই স্বউদ্যোগে...
এ্যা ইয়ে সর্বনাশ! উনি কে?
ও জীন...পরী থাকবে জিনি থাকবে না তাই কি হয় নাকি ?
ইওর উইশ ইজ মাই কমান্ড!
উইশ ?? এ্যাঁ ইয়ে...এই পরিদর্শনটা যাতে ঝুট-ঝামেলা ছাড়া শেষ হয়...
উন্মাদ ভাই আপনি প্রস্তুত হোন
রাজার নির্দেশ আপনার পিঠে দুইটা ডানা ড্রিল করে ফিট করে দিতে হবে... ঐ কে আছস জলদি ড্রিল মেশিনটা আন...আর ওরে ধর
প্রস্তুত! কেন ? কিসের প্রস্তুত ?? কার প্রস্তুত ???
ওরে বাপরেএএএএ....
পরিদর্শন এখানেই শ্যাএএএষ...
ঘররররর...ররর